গার্হস্থ-রত্ন।

অর্থাৎ

দেশীয় ঔষধ ও সহজ উপায় দ্বারা
রোগের-চিকিৎসা।

প্রসবান্তে থাকিবার নিয়ম এবং শিশুর নাড়ী কাটিবার
প্রথাও সংক্ষেপে বর্ণিত আছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার জি, এম, সি, বি,
দ্বারা প্রণীত।

—:০:০:—

GARHASTHA RATNA

OR

A TREATISE ON DISEASES OF INDIA
TREATED WITH SIMPLE MEANS AND
INDIGENOUS DRUGS IN

A POPULAR WAY.

WITH A SHORT CHAPTER ON THE MANAGEMENT
AFTER DELIVERY.

BY

SURESH CHUNDER SIRCAR G. M. C. B.

SERAMPORE.

PRINTED AT THE "TOMOHUR" PRESS.

1885,

THIS

LITTLE WORK

IS

DEDICATED

TO

Babu Surendra Nath Bánerji

AS A TOKEN OF RESPECT

FOR HIS PUBLIC SPIRIT,

AND HIGH INTELLECTUAL

CAPACITIES

BY HIS FRIEND AND ADMIRER.

THE AUTHOR.

ভূমিকা।

—oo—

জগদীশ্বর এই ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জল, বায়ু ও উদ্ভিজ্জ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে দেশের যাহা উদ্ভিজ্জ, সে দেশের তাহাই ঔষধ। বোধ হয় ইহা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে যে, এক জাতি অপর দেশের ঔষধ ব্যবহার করে। আমাদিগের যে যে ঔষধ আবশ্যক হউক না কেন, সকলই আমাদিগের দেশে প্রাপ্য। তবে আমরা কি নিমিত্ত অপর দেশের ঔষধের উপর নির্ভর করি?

যে সকল রোগ আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল রোগ দেশীয় উদ্ভিজ্জ ঔষধের দ্বারা অনায়াসে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। অতএব অস্মদ্দেশে দেশীয় ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনায় তৎ-প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়া সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতেছি। বোধ হয় ইহাতে লোকের সচরাচর অনেক উপকার দর্শিতে পারিবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার।

PREFACE.

>oo<

At the very commencement of my medical career, I contracted a strong desire to revive the use of indigenous drugs, some of which are highly valuable, nay almost specific in certain Indian Diseases. For the last fifteen years I have been studying these drugs and I have found out some truly marvellous in their effects. In this little work those remedies that have been practically found most efficacious in the treatment of Diseases, are described. From what I can judge from experiments made with the remedies mentioned here, I can fairly assert that in most cases the treatment here adopted will be a successful one.

It often happens that we are in urgent need of instantaneous relief from some most painful malady that has come upon us suddenly when no medical help is available. At such a time, an immediate reference to this little book, it is hoped, will prove serviceable. Such things have happened and when some simple and easily accessible prescription has given immediate relief. It was on such an occasion that the idea of a work like the present was suggested to me by a highly respected and eminent friend of mine, who considered it would prove beneficial to our community. The book is written in simple and colloquial style so as to be readily understood by native ladies.

A work like the present, however insignificant it may be, offers the following advantages :—

(1) It serves as a valuable ready book of reference, indispensably needful in all families, in cases of sudden attacks of illness.

(2) It teaches to make more extensive use of our native drugs which are always available at every house. We shall have, thus, to depend less upon foreign countries for our medicines.

(3) Indigenous drugs are more suitable to the constitution of the natives of the country than foreign ones, besides being very cheap.

It is earnestly hoped that this work, however humble and trifling, will receive a ready welcome from the native public and will find a place in every household.

BARRACKPORE,
The 7th March 1883.

S. C. S.

উপক্রমণিকা।

অনেক কঠিন পীড়ায় দেশীয় ঔষধের সবিশেষ উপকারিতা-গুণ দেখিয়া চিকিৎসা শাস্ত্র অবলম্বনাবধি উহা পুনঃপ্রচলনে আমি যত্নবান হইয়াছি। ১৫ বৎসর কাল এই সকল ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কতকগুলির গুণ অতি আশ্চর্য্য। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ খানিতে সেই গুলিই কেবল বর্ণিত হইয়াছে। এতাবৎ ঔষধ ব্যবহারে প্রায় সচরাচর রোগ আরোগ্য বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবেক। এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

অনেক স্থলে লোকে সহসা উৎকট পীড়া-গ্রস্ত হইয়া চিকিৎসক বা ঔষধ অভাবে অসীম ক্লেশ ভোগ করেন। এরূপ সময়ে এই পুস্তক খানি নিকটে থাকিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। এমন অবস্থা ঘটিয়া কোন সময়ে সামান্য ঔষধের দ্বারা উপশম হইতে দেখিয়া জনৈক মহামান্য বন্ধু সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শিবে আশয়ে, এই পুস্তক খানি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। ইহা অতি সরল ও চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে, এবং দেশীয় স্ত্রীলোকগণের বোধগম্য হইবে সন্দেহ নাই।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি হইতে নিম্নলিখিত ফল প্রসূত হইতে পারে।

(১) হঠাৎ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ইহা পাঠ করিয়া দেখিলে তৎক্ষণাৎ অনেক সাহয্য প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই নিমিত্ত এমত এক খানি পুস্তক সকল গৃহস্থের বিশেষ আবশ্যকীয়।

(২) ইহার দ্বারা দেশীয় অনায়াস-সাধ্য ঔষধ ব্যবহার করিতে শিক্ষা পাওয়া যাইবে। সুতরাং ঔষধের জন্য আমাদিগের অপর দেশের মুখাপেক্ষ হইতে হইবে না।

(৩) দেশীয় জনগণের ধাতু অনুসারে দেশীয় ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক এবং সুলভ।

এই সামান্য পুস্তক খানি সকল গৃহে ও সর্ব্বজন সমক্ষে সাদরে গৃহীত হইলে আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

বারাকপুর।
৭ই মার্চ ১৮৮৩ সাল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

"গার্হস্থ রত্ন" সাধারণের সমক্ষে আদরণীয় হওয়াতে উৎসাহিত এবং অনুরুদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে আবশ্যকীয় সংযোজন ও উত্তমরূপ সংশোধন পূর্ব্বক পুনরায় মুদ্রিত করিলাম।

বারাকপুর।
১২ই নবেম্বর ১৮৮৫। } শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
জ্বর।	২
পালাজ্বর।	৩
ঐকাহিক জ্বর।	৪
বাতশ্লেষ্মা জ্বর বা বিকার।	,,
পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর বা বিকার।	৭
প্লীহাজ্বর।	৮
বিষমজ্বর।	৯
পিত্তজ্বর।	১০
কফজ্বর।	১১
বাতিকজ্বর।	,,
হামজ্বর।	১২
বসন্ত।	১৩
পানবসন্ত।	১৪
ডেঙ্গুজ্বর।	১৫
সর্দ্দি।	,,
নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।	১৭
নাসিকা হইতে পূঁজ নিঃসরণ।	,,
কাশি।	১৮
হাঁপানি কাশি।	২১

বিষয়।					পৃষ্ঠা
স্বরভঙ্গ।	...	...	...		
গলাবেদনা ও গলার ভিতরের ঘা।			...		
কাশিসহ রক্ত উঠা।		...	...		
জিহ্বা ও মুখের ঘা।		...	...		
পেট হইতে রক্তবমন।		...	..		
দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব।			...		
অরুচি বা অজীর্ণ।		...	...		,,
অজীর্ণ চিকিৎসা।		...	...		২৬
বুকজ্বালা।	...	...	...		২৭
অম্লপিত্ত।	...	...	...		২৮
আমাশয়।	...	...	...	...	,,
পাতলা দাস্ত বা উদরাময়।			...	...	৩০
ওলাউঠা।	...	...	...	...	৩১
রক্তভেদ।	...	...	...	...	৩৪
ক্রিমি।	...	...	...	...	,,
পেটের শূল।		...	...	...	৩৫
পেট কামড়ানি।		...	...	...	৩৬
কোষ্ঠবদ্ধ।	...	...	...	...	৩৭
ভগন্দর।	..	-	..	...	,,
পেটের উপরবেদনা।		...	..	...	,,
অর্শ।	...	...	...	...	৩৮
গুহ্যদ্বারের বেদনা।		...	...	...	৩৯
শিরঃপীড়া বা মস্তক বেদনা।			...	...	৪০
অর্দ্ধকপালিয়া।		...	...	...	,,
ফিকবেদনা।		...	...	...	৪১

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
মস্তকঘূর্ণন।	৪১
পক্ষ ঘাত।	,,
মূর্চ্ছা।	৪২
মৃগী।	৪৩
ধনুষ্টঙ্কার।	,,
অনিদ্রা।	৪৪
উন্মত্ততা।	,,
কুকুর বা শিবা-দংশন।	৪৫
সর্দ্দিগরমী।	৪৬
মদ্যপানে বিষক্রিয়া।	,,
যকৃৎ পীড়া।	৪৭
ন্যাবা।	৪৯
উদরী।	৫০
যকৃতের উপর বেদনা।	৫১
হস্ত এবং পদ জ্বালা।	,,
পেট জ্বালা।	৫২
রক্ত প্রস্রাব।	,,
দুগ্ধের ন্যায় প্রস্রাব।	৫৩
অতিরিক্ত প্রস্রাব।	,,
বহুমূত্র।	৫৪
প্রস্রাবকালীন জ্বালা।	,,
প্রস্রাব বন্ধ।	৫৫
ধাতের ব্যারাম।	,,
উপদংশ অর্থাৎ গরমীর ব্যারাম।	৫৬

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বাগী।	৫৭
কোষবেদনা।	৫৮
ব্রণ।	,,
মহাব্যাধি।	৬০
বাতবেদনা।	,,
পুরুষত্ব শক্তিহীন।	৬১
চক্ষুরোগ।	৬২
কর্ণ হইতে পূঁজ নির্গত হওন।	,,
কর্ণে জল প্রবেশ।	৬৩
দন্তশূল।	,,
আমবাত।	,,
পাঁচড়া।	৬৪
চুলকণা।	,,
গরল।	৬৫
আঁচিল।	৬৬
ঘামাচি। ছুলি।	,,
দাদ।	,,
টাক।	৬৭
পোড়া।	৬৮
মচকান।	৬৯
স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব।	,,
বাধকবেদনা।	৭০
প্রসবান্তে সূতিকাগৃহের কার্য্য ও নিয়ম। ...	,,
ভেদালবেদনা।	৭৪
শিশুদিগের নাড়ী কাটিবার নিয়ম।	৭৫

চিকিৎসা করিবার সাধারণ নিয়ম।

আমাদিগের দেহ কতকগুলি যন্ত্রে নির্ম্মিত। এই সকল যন্ত্র পরস্পরের সাহায্যে চলিতেছে, যদ্যপি একটার বিকার হয় তাহা হইলে অপর গুলিরও বিকার জন্মিবে। এইরূপ স্বাভাবিক অবস্থার বৈলক্ষণ্য হইলেই রোগ কহে। রোগ নির্ণয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় পরীক্ষা করা উচিত। যথা :—

১। নাড়ীর গতি ও রক্তের কিরূপ সঞ্চালন হইতেছে।

(সুস্থাবস্থায় ১ মিনিটে ৭৫—৮০)

২। নিশ্বাসপ্রশ্বাস কিরূপ চলিতেছে।

(সুস্থ অবস্থাতে ১ মিনিটে ১৪—১৮)

৩। শরীরের কোন স্থানে বেদনা আছে কি না; নিদ্রা কিরূপ হয়, চক্ষু কি প্রকার, স্পর্শশক্তি ও চলাচলশক্তি এবং জ্ঞান কিরূপ ইত্যাদি।

৪। জিহ্বা কি প্রকার, ক্ষুধা ও কোষ্ঠ কিরূপ, প্লীহা ও যকৃৎ আদির কিরূপ অবস্থা ইত্যাদি।

৫। ত্বকের অবস্থা কিরূপ, শীতল বা উষ্ণ।

৬। প্রস্রাব কিরূপ, কটু বা রক্তবর্ণ, অল্প বা অধিক।

জ্বর।

১। সামান্য একজ্বর। এই জ্বর এদেশে প্রায় সর্ব্বদা তিন দিবসাবধি ক্রমাগত থাকিয়া চতুর্থ দিবসে ঘর্ম্ম হইয়া ত্যাগ হইয়া যায়। অতিশয় রৌদ্র লাগিলে, রাত্রে শীতল বায়ু সেবনে বা রাত্রি জাগরণে বা অসহ্য পরিশ্রম করিলেই ইহা আক্রমণ করে। ইহাতে বিশেষ কোন আন্তরিক যন্ত্রের অপকার হয় না, কিন্তু দীর্ঘকাল থাকিলে প্লীহা, যকৃৎ বা অন্য কোন যন্ত্র আক্রমণ করিতে পারে।

এই জ্বরের প্রাক্কালে প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ কোন চিহ্ন জ্ঞাত হওয়া যায় না। হঠাৎ কাহারও কাহারও বা কিঞ্চিৎ শীত করিয়া তৃষ্ণা, শিরঃপীড়া, শরীর বেদনা ও অবসন্ন হয়। কিঞ্চিৎকাল শীত থাকিয়া তৎপরে শরীর উত্তাপিত হয়। নাড়ী বেগবতী হয়, নিশ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকে এবং চক্ষুও রক্তবর্ণ হইতে পারে, প্রস্রাব কটু ও অল্প হয়, ইহা কখন কখন মারাত্মক হইতে পারে।

চিকিৎসা। সামান্য জ্বরে, মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল ও কর্পূর ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। চিরেতা, নিমছাল, প্রত্যেক এক কাঁচ্চা করিয়া, ধনে এক তোলা, সোনামুখী ২ তোলা এই কয়েকটা দ্রব্য অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। ইহার অর্দ্ধ-ছটাক করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। উত্তম-রূপ কোষ্ঠ পরিষ্কার ও জ্বরের লাঘব হইলে আতৈচ কিম্বা গোলঞ্চের পালো অতি উপকারী। কচি নাটার ডগা কিঞ্চিৎ লবণের সহিত তিন দিবস প্রাতে খাওয়াইলে জ্বরত্যাগ হইবে।

পালাজ্বর।

সামান্য জ্বর হইতে পালাজ্বর জন্মিতে পারে। এই জ্বরের কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তর পুনরায় জ্বর আইসে। জ্বর ত্যাগে কুইনাইন ব্যবহার্য্য তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। এক তোলা মরিচের গুঁড়া (বস্ত্রে ছাঁকিয়া) এক কাঁচ্চা বা অর্দ্ধ ছটাক পোর্টওয়াইনের বা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করাইবে। আতৈচ, গোলঞ্চের পালো বা নাটার ফল জ্বর নষ্ট করিবে। কিন্তু নাটার ফলে কখন কখন বমি হইয়া থাকে। এক দিন অন্তর জ্বরে

সেওড়া ফুল পূর্ব্ব দিন হইতে ঘ্রাণ লওয়া ফলদায়ক প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মূল বাটিয়া খাওয়াইলেও উপকার দর্শিবে। দুই দিবসান্তর জ্বরে শ্বেত অপরাজিতার ফুল হস্তে রগড়িয়া তাহার নাস লইবে।

ঐকাহিক জ্বর

ঐকাহিক জ্বর হইলে অল্প ভাজা কালজিরা চূর্ণ ও উহার সহিত শ্বেত জিরা এবং মরিচ চূর্ণ দিয়া পুরাতন গুড়ের সহিত লাড়ু করিয়া খাওয়াইলে আরোগ্য হয়।

কাহারও কাহারও প্রতি **অমানিশা বা পূর্ণিমাতে** জ্বর হয়। ইহাতে ঐ দুই সময়ের তিন চারি দিবস পূর্ব্বে উল্লিখিত ঔষধ সেবনে ফলদায়ক হইবে। ক্রমে সপ্তাহ গত হইলে সামান্য জ্বর যদি ত্যাগ না হয় তাহা হইলে ক্রমে বিকারের অর্থাৎ বাতশ্লেষ্মা বা পিত্তশ্লেষ্মার লক্ষণ লক্ষিত হইতে পারে।

বাতশ্লেষ্মা জ্বর বা বিকার।

বাতশ্লেষ্মা হইলে ক্রমশঃ জ্বরের হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্ষণেক শরীর অতিশয় উত্তপ্ত ক্ষণেক

কিঞ্চিৎ শীতল, রাত্রে নিদ্রা নাই, আবল্য, বৃথা বকা, চক্ষু অর্দ্ধেক বুজান এবং রোগী শীর্ণ হইতে থাকে। পেট ফাঁপা, বিছানা আঁচড়ান, দন্তে ছেতলা পড়া, জিহ্বা অপরিষ্কার, মোটা ও কাঁটা কাঁটা এই সকল দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন প্রস্রাব অধিক হইয়া থাকে।

এমত স্থলে রোগীকে পরিষ্কার বিছানায় যত উপরে হইতে পারে রাখিবে। যদ্যপি মস্তক শরীরাপেক্ষা অধিক উষ্ণ হয় তাহা হইলে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শীতল জল বা বরফ ব্যবহার করিবে। শরীর, ঘরের দ্বার ও গবাক্ষ বন্ধ করিয়া গরম জলে ফ্লানেল ভিজাইয়া ও নিঙ্গড়াইয়া অল্প অল্প করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে, দেহের কোন অংশে যেন ময়লা পড়ে না। পেট ফাঁপিলে টারপিন তৈলের সহিত পেটে প্রত্যহ তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর যে পর্য্যন্ত পেটের ফাঁপ না যায়, গরম জল ও ফ্লানেল দিয়া সেক দিবে। কিম্বা সাবান, টারপিন তৈল একত্রিত করিয়া পেটে মালিস করিবে। এক বিন্দু টারপিন তৈল অর্দ্ধপোয়া জলে একত্রিত করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া এক চামচ করিয়া প্রত্যেক দুই ঘণ্টা বা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহাতেও যদি কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে তবে সোনামুখী ১ এক তোলা, মৌরি ॥০ অর্দ্ধ তোলা, ধনে ॥০ অর্দ্ধ তোলা একত্রে উত্তম-

রূপে গুঁড়া করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া দুই তোলা গুলকন্দ দিয়া খাওয়াইবে। কিম্বা উত্তম রেড়ীর তৈল ১ তোলা, ১০ ফোঁটা আদার রস দিয়া ঈষদুষ্ণ দুধের সহিত কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপে ১ ঘণ্টা অন্তর যে পর্য্যন্ত দাস্ত খোলাসা না হয় সেবন করাইবে। শিশুদিগের কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে গুহ্যদ্বারে বকুল বিচি বা পানের বোঁটা বা মুক্তাবর্ষীর একটা পাতা ঘৃতের সহিত লাগাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ বাহ্যে হইয়া থাকে। গোলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, চিরেতা এই কয় দ্রব্য প্রত্যেক ৫ পাঁচ তোলা কিঞ্চিৎ থেঁতো করিয়া ⁄৪ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া ১ পোয়া থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া ইহার এক কাঁচ্চা পরিমাণে অর্দ্ধ কাঁচ্চা (১ ড্রাম) ব্রাণ্ডি দিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। যদ্যপি কাশি থাকে তাহা হইলে উপরোক্তের সহিত বাকস মূলের ছাল দুই তোলা ও গোলমরিচ ১ তোলা যোগ করিবে এবং বুকে ও পিঠে কর্পূর ও সরিষার তৈল, কিম্বা পুরাতন ঘৃত নির্জ্জল বাকস পত্রের ও ফুলের রস মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া মালিস করিবে। কাশি বলবান্ থাকিলে ঐ নির্জ্জল রস মধু দিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় খাওয়াইবে এবং মালিসের সহিত অল্প ধুতুরা পাতার রস মিশাইয়া দিবে। যদ্যপি মস্তকে শৈত্য প্রদানে বৃথা বকুনি আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে একটা ধুতুরা ফল হইতে

একটী বিচি লইবে সেই বিচিটীর চতুর্থাংশের একাংশ বাটীয়া অর্দ্ধ সের জলে উত্তম রূপ নাড়িবে। ঐ জলের তিন অংশ ফেলিয়া দিবে; বক্রি এক অংশ লইয়া উহাতে পুনরায় এক পোয়া জল দিয়া নাড়িবে। এই জল এক চামচ করিয়া ২ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর বা বিকার।

পিত্তশ্লেষ্মাতে যকৃতের কার্য্য উত্তমরূপ হয় না। যদ্যপি এই জ্বরের সহিত ন্যাবা হয় তাহা হইলে যকৃতের স্থানে লালচিতের মূল বাটীয়া একটী পলস্ত্রা অথবা রাই-সর্ষপের পলস্ত্রা লাগাইবে। দাস্ত ভালরূপ পরিষ্কার রাখিবে। ঔষধে ৫ বা ১০ কুঁচ করিয়া নিসাদল দিয়া খাওয়াইবে। জ্বরাতিসার হইয়া জলবৎ বারম্বার দাস্ত হইলে, খড়ির গুঁড়া, খদিরের গুঁড়া প্রত্যেক পাঁচ কুঁচ করিয়া ছাঁকিয়া প্রত্যেক দাস্তের পর সেবন করাইবে, অপর ঔষধ আবশ্যক হইলে পেটের পীড়ার চিকিৎসা করাইবে। এই পীড়াতে শরীর শীঘ্র হ্রাস ও ক্ষীণ হইতে থাকে, ফলতঃ বলকারক ও লঘু আহার না দিলে প্রাণ-নাশ হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে একদিন কোন ঔষধ না

দিলে কোন ক্ষতি না হইতে পারে, কিন্তু বোধ হয় তিন ঘণ্টা রোগীকে উপবাস রাখিলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব পোর্ট বা ব্রাণ্ডি বা অন্য কোনরূপ সরাপ দিবারাত্রে পাঁচ ছয় বার করিয়া অর্দ্ধ কাঁচ্চা পরিমাণে মাংসের ক্বাথের সহিত খাইতে দিবে। পেটের পীড়া না থকিলে, উত্তম তাজা দুগ্ধ তিন পোয়া বা এক সের করিয়া পান করিতে দিবে। হংস বা অন্য কোন ডিম্বের হরিৎবর্ণ কুসুম, দুগ্ধের সহিত মিলিত করিয়া মিচরীর সূক্ষ্ম চুর্ণ ও মরিচচুর্ণ দিয়া খাওয়াইবে, ইহা অতি বল-কারক। সচরাচর ২১ দিনে এই রোগ আরোগ্য হয়।

সামান্য জ্বর অধিক দিন থাকিসে ক্রমে প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদি সম্বলিত হয়।

প্লীহাজ্বর।

প্লীহাজ্বর প্রায় কম্প দিয়া আসিয়া থাকে; পেটের বাম দিকে অনুমান করা যায়। শরীর শীর্ণ হয় ও প্রায় বর্ণ ফেকাসে হইয়া যায়। ইহাতে লৌহ বিশেষ উপকারী। হিরেকশ অর্দ্ধকুঁচ মাত্রায়, রেউচিনি গোলঞ্চের পালো এবং আতৈচ প্রত্যেক দুই কুঁচ, একত্রিত করিয়া

একটা পুরিয়া করিয়া খাওয়াইবে। পেঁপের আটা চিনির সহিত প্রত্যহ খাওয়াইলে উপকার দর্শিবে, কিন্তু কিয়ৎ-কাল খাওয়াইতে হইবে, পেঁপের আটা সরিষার তৈলের সহিত প্লীহার উপরে প্রাতে উত্তমরূপে মালিস করিবে। খোলের পুলটিস প্লীহার উপর লাগাইবে কিম্বা উহার উপর গোচোনার সেক দিবে। (কোমেণ্ট)

মানকচুর শিকড়, সালপানি, আপাঙ্গ, গোলঞ্চ, বাকস-ছাল, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, শুঁট, তালজটার ক্ষার প্রত্যেক ছয় তোলা, বিট্‌লবণ, যবক্ষার-লবণ এবং পিপুল প্রত্যেক দুই তোলা, এই সকল চূর্ণ করিয়া ১৬ সের গোমুত্রের সহিত পাক করিবে। তিন পল মধুর সহিত তিন রতি প্রমাণ খাওয়াইবে। ইহাতে যকৃৎ ও প্লীহা, পাণ্ড, অগ্নিমান্দ্য. গৃহিনী আরোগ্য হইয়া থাকে। অতি-উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিষমজ্বর।

বিষমজ্বরে সর্ব্বপ্রকারে সাবধান হওয়া আবশ্যক। যেহেতু অত্যাচারেই সামান্য জ্বর হইতে বিষম হইয়া উঠে। গোলঞ্চ এবং শিউলি পত্রের রস কিম্বা ক্ষেত-পাপড়া ও বাকস পত্রের রস প্রত্যেক এক তোলা লইয়া

২ তোলা করিয়া তাহার সহিত ২ তোলা মধু দিয়া প্রত্যূষে সেবন করাইবে। কৃষ্ণজিরা অল্প ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া পুরাতন গুড়ের সহিত লাড়ু করিয়া খাওয়াইবে। এই সকল রোগে অধিক দিন ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। হিরাকশ ১ কুঁচ মাত্রায় এক মাসের অধিক ব্যবহার করিয়া উপকার দর্শিয়াছে।

পিত্তজ্বর।

পিত্তজ্বর।—ইহাতে গাত্রদাহ, অল্পনিদ্রা, বিবমিষা, অধিক ভেদ বা কোষ্ঠবদ্ধ, চক্ষু, নাসিকা, মুখ ইত্যাদি হইতে অগ্নির ন্যায় তেজ নির্গত হইতে থাকে; মুখ তিক্ত, প্রলাপ থাকিতে পারে। মল মূত্র, চক্ষু পীতবর্ণ হয়।

ধনের চাউল ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের দিয়া পূর্ব্ব-রাত্রিতে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে। পরদিন প্রাতঃকালে ৪০ রতি চিনি দিয়া পান করাইবে। পলতা ১ তোলা, যবের চাউল ১ তোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। ইহা ঐ-রূপ ৪০ রতি মধু দিয়া সেবন করাইবে। যদ্যপি দাস্ত অধিক হয় তাহা হইলে খড়ি বা খদির পরিশেষে আফিং অল্প মাত্রায় (এক কুঁচ ওজনের চতুর্থাংশের একাংশ ইহার অধিক নহে) দিয়া দাস্ত বন্ধ করিয়া পরে ক্ষেত-

পাপড়া, নিমছাল, রক্তচন্দন, বাবলা, শুঁট প্রত্যেক ৪০ রতি অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। মধুর সহিত অর্দ্ধছটাক মাত্রায় ২ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। হস্ত বা পদ যদি অতিশয় জ্বালা করে তবে নিসাদলের সহিত নিমপাতা বা মেদিপাতা বাটীয়া প্রলেপ লাগাইবে।

কফজ্বর।

কফজ্বরে—ত্রিফলা, পলতা, বাকস্‌মূল, গোলঞ্চ, কটকী, চিতামূল, বচ প্রত্যেক ২০ রতি ১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইবে, ইহার অর্দ্ধছটাক করিয়া মধুর সহিত ৩।৪ বার দিবসে সেবন করাইবে। এবং পশমী বস্ত্রে আবৃত রাখিবে।

বাতিক জ্বর।

বাতিকজ্বর।—এই জ্বরে কণ্ঠ শুষ্ক হয়, নিদ্রা হয় না, মস্তক ও শরীর বেদনা করে, হাই উঠে, মুখ শুষ্ক হয়, এবং কম্পও হইয়া থাকে। ইহাতে পিপাসা পাইলে বা অন্য সময়েও নিম্নলিখিত পানীয় পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

মুথা

রক্তচন্দন

বেনার মূল

ক্ষেতপাপড়া

বালা

শুঁট

প্রত্যেক ২৭ রতি, জল ৩২ পল, শেষ ১৬ পল; ইহাতে তৃষ্ণা নিবারণ করিবে এবং জ্বরেরও লাঘব হইবে। মস্তকে শীতল জল বা বরফ প্রয়োগ করিবে; কর্পূর এক রতি করিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে এবং জ্বরঘ্ন নিম, পাঁচন; যেমন চিরেতা ইত্যাদি প্রয়োগ করিবে।

হামজ্বর।

হামজ্বরে।—গাত্রে বেদনা ও উত্তাপ এবং তৃষ্ণা হইয়া থাকে। প্রায় তিন দিবসে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া ব্যাপিয়া উঠে। প্রথমে কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া পরে পেটের পীড়া জন্মিয়া থাকে ও কাশি হয়। এপ্রদেশে "জাড়ি (অর্থাৎ ক্ষুদেমেতি এবং কুড়বাবুই) নামে যাহা দেওয়া যায় তাহা অতিশয় উপকারী। নোড় বৃক্ষের শীকড় অল্প মাত্রায় বাটীয়া খাওয়াইলে উত্তম ফল দর্শিবে।

বেদনা, কাশি, অতিরিক্ত দাস্ত এবং জ্বর এই কয়টী একযোগে থাকিলে নিম্নলিখিত ঔষধ উপকার করিবে।

বাবলার ছাল
জামের ছাল
বাকস ছাল
কুরচির ছাল
নিম্ব ছাল
বেল ছাল

প্রত্যেক এক তোলা করিয়া এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইবে। ইহার অর্দ্ধ ছটাক করিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহা একটী সংক্রামক রোগ।

বসন্ত।

বসন্ত।—অতিশয় সংক্রামক বলিয়া রোগীর স্পৃষ্ট বস্ত্রাদি সকল অতি সাবধানে দূরে রাখিবে। ঘরে গন্ধক পোড়াইবে। প্রথম অবস্থাতে কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে নিম্নলিখিত বিরেচক দিবে।

সোনামুখী
ধনে
মিচরী

প্রত্যেক এক তোলা, এক পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে পান করাইবে। পরে—

নিম ছাল আদ ছটাক, পোস্তের দানা এক তোলা,
হরিদ্রা এক কাঁচ্চা, নিসিন্দের ছাল আদ ছটাক,
জল এক সের, শেষ এক পোয়া।

ইহার অর্দ্ধছটাক করিয়া চারি ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। বল-কারক আহার অতি আবশ্যক। পাকিয়া উঠিলে গালিয়া পূঁজ নির্গত করিয়া দিবে। গাত্রে পোস্তের তৈল, নিম পাতা, বেগুনের শিকড় ও কুল-গাছের শিকড় বাটিয়া লেপন করিবে। কর্পূর খাইতে দিবে।

পানবসন্ত।

ইহাও সামান্য সংক্রামক। প্রায় বালকদিগেরই হইয়া থাকে, কিন্তু কখন কখন পূর্ণ বয়সেও দেখা যায়। সচরাচর গাত্রে বেদনা ও অল্প জ্বর হইয়া থাকে। সপ্তাহের মধ্যে প্রায় পীড়া আরোগ্য হইয়া যায়। নিম্ন-লিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যথা:—সোরা তিন

কুঁচ, নিমছাল সিদ্ধ ক্বাথ অৰ্দ্ধ ছটাক, একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। কিম্বা ৩ কুঁচ পরিমাণে কর্পূর খাওয়াইবে। সচরাচর কোন ঔষধ ব্যতিরেকেও ইহা আরোগ্য হয়।

ডেঙ্গুজ্বর।

এই জ্বর সংক্রামক। এককালে অনেকেরই হইয়া থাকে। গাত্রে ও সন্ধিস্থানে বেদনা, দাহ, উত্তাপ, পিপাসা ইত্যাদি সমস্ত জ্বরের লক্ষণ লক্ষিত হয়। সচ-রাচর অষ্টাহের মধ্যে রোগের শান্তি হয়, কিন্তু বেদনা দীর্ঘকাল থাকিতে পারে।

কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে একটী বিরেচক ব্যবহার করিবে। যথা;—জাঙ্গি হরিতকী ও ধনে একত্রিত সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে। বেদনার স্থানে আকন্দ পাতা পুরাতন ঘৃতের সহিত সেক দিবে। যদ্যপি বেদনা বলবান হয় তবে এক রত্তি অহিফেণ শয়নকালে সেবন করাইয়া পরে অপরাপর চিকিৎসা সামান্য জ্বরের ন্যায় করিবে।

সর্দ্দি।

সচরাচর শৈত্য লাগিলে সর্দ্দি হয়। ইহাতে শরীর

সর্ব্বদা আবৃত রাখিবে। স্নান করিবে না, কিন্তু পুরাতন হইয়া গাঢ় হইলে বিশেষ ক্ষতি নাই। প্রথম হইবার সময় কিঞ্চিৎ পোর্টওয়াইনের সহিত গোল মরিচ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শিবে। যদি তাহা অতিশয় কষ্টদায়ক হয়, তাহা হইলে,—

মরিচ এক তোলা
মিচরী সাড়ে তিন তোলা
বাকসছাল অর্দ্ধ তোলা
জল এক সের

এই কয়েক দ্রব্য একত্রিত করিয়া সিদ্ধ করিবে। পরে ঐ জল ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে দিনের মধ্যে দুই তিন বার সেবন করাইবে। চা খাইলেও উপকার হয়। শিশুই হউক, অথবা পূর্ণবয়স্ক হউক, কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলে পদদ্বয় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিলে বিশেষ ফল দর্শিবে। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে গরম দুগ্ধ দুই তিন তোলা কিশমিশের সহিত, অথবা অন্য কোন প্রকার জোলাপ ব্যবহার করা অতি আবশ্যক। সর্দ্দির সহিত শিরঃপীড়া থাকিলে, কাল জিরা রগড়াইয়া নাস লইলে আরোগ্য হয়। পক্ষান্তরে শ্বেত চন্দন জল দিয়া ঘষিয়া দুই তোলা আমলকীর রস এবং চারি তোলা মধু একত্রে মিশাইয়া সেবন করাইবে। সুগন্ধি দ্রব্যের ঘ্রাণ লইতে

দিবে। ঘরে লোসন জ্বালাইয়া সুগন্ধ নির্গত করিলে উপকার দর্শিবে।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত হইলে রোগীকে তৎক্ষণাৎ একটী বা দুইটী হাত মাথার উপরে তুলিতে কহিবে, তাহাতে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হইবে। অন্য উপায় দালিমফুল হাতে রগড়াইয়া তাহার রসে নাস লইবে। মস্তক একটা উচ্চ-বালিসের উপর রাখিবে এবং কপালে ও মস্তকে শীতল জল প্রয়োগ করিবে। ফটকিরি কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া তাহার নাস লইলেও ভাল হইবে।

নাসিকা হইতে পূঁজ-নিঃসরণ।

যাহারা পারদ ব্যবহার করে, কিম্বা যাহাদিগের উপদংশ রোগ হইয়াছিল, তাহাদেরই নাসিকা হইতে প্রায় পূঁজ-নির্গত হইয়া থাকে। উহাদিগকে সালসার পরিবর্ত্তে অনন্তমূল সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইবে। কিন্তু তাহা বিশেষ ফলদায়ক না হইলেও হইতে পারে। যাহা হউক ফটকিরি বা সোহাগা জলে গুলিয়া পিচকিরি

লইবে। ত্রিফলার জল বা নিমছাল সিদ্ধ করিয়া ইহার পিচকারি লইলেও যথেষ্ট উপকার দর্শিতে পারে। বল-কারক দ্রব্য আহার করা আবশ্যক। ইহা শীঘ্র আরোগ্য হয় না। নিসাদল ২ কুঁচের সহিত চিরেতা, নিমছাল ও অনন্তমূল সিদ্ধ জলের সহিত ২ বা ৩ বার করিয়া খাওয়াইবে।

কাশি।

শীতল বায়ু বা অন্য কোন প্রকার কঠোর শৈত্য প্রয়োগে অথবা সর্দ্দি হইতেও কাশি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। কাশি অনেক প্রকার আছে। কিন্তু যে সকল সর্ব্বদা দেখিতে পাই আমরা এস্থলে সেই সকলের উল্লেখ করা যাইবেক, কোন কঠিন প্রকার পীড়া হইলে চিকিৎসক আবশ্যক।

কাশি হইয়া বুকে বেদনা জন্মিলে তাচ্ছল্য করা উচিত নহে। কারণ ইহা হইতে কঠিন প্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাতে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যথা—কণ্টিকারি দুই তোলা, জল বত্রিশ তোলা, পাকশেষ আট তোলা, প্রক্ষেপ সৈন্ধবচূর্ণ দুই মাষা এবং হিঙ্গ চারি রত্তি। হিঙ্গ ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে।

মিচরী	বচ	ব্যাকুড় শীকড় বা ছাল
মরিচ	শুঁট	
লবঙ্গ	জেষ্ঠমধু	
পিপুল	বাকস মূলের বা ডালের ছাল	

ইহার প্রত্যেকটীকে এক এক তোলা করিয়া আট তোলা এবং মিচরী আট তোলা অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া দেড় পোয়া থাকিতে নামাইবে। পরে তাহা ছাঁকিয়া অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহাতে জ্বরসহ কাশি নিবারণ হইবেক, বুকের কোন স্থানে বেদনা থাকিলে, বাকস পাতার পুলটিস বা তাজা সাদা সরিসা বাটীয়া বেদনার স্থানে একটা মোটা কাগজে লাগাইয়া বসাইয়া দিবে, অর্দ্ধ ঘণ্টার অতিরিক্ত রাখা প্রায় আবশ্যক হয় না। পুরাতন ঘৃত ও বাকস পত্রের রস একত্রিত করিয়া উভয় হস্তে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া রগড়াইয়া ঐ স্থানে মালিস করিবে। ঈষতুষ্ণ বিশুদ্ধ সর্ষপ তৈল ও কর্পূর একত্রিত করিয়া মালিস করিলে বিশেষ ফল দর্শিবে। মধু অতিশয় উপকারী। কাশির সহিত পাতলা দাস্ত হইলে দুইটা আন্দাজ বড় এলাচ গুঁড়া করিয়া এককালীন (পূর্ণবয়স্কদিগের নিমিত্ত) মধুর সহিত খাইতে দিবে। বেলের শীকড়ের ছাল ও জায়-ফল একত্রে বাটীয়া প্রলেপ দিলে কাশি সংযুক্ত বুকের

বেদনা ভাল হয় ও অন্য স্থানের কফজ বেদনাও ভাল হয়। কাশি পুরাতন হইলে

তেজপাতা
জেষ্ঠমধু
মরিচ
বাকস মূলের ছাল

প্রত্যেক এক তোলা এবং মিচরী ৪ তোলা একসের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ পোয়া থাকিতে নামাইবে পরে উহার অর্দ্ধ ছটাক করিয়া দিবসে তিন চারি বার খাওয়াইবে।

শিশুদিগের কাশি হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়েকটী প্রদীপের শিখায় তাতাইয়া মধুর সহিত খাওয়াইবে। এক বর্ষবয়স্ক বালকের হইলে—

আদার রস ১০ ফোঁটা
বাকসের পাতা ও ফুলের রস ৩০ ফোঁটা
বাবুই তুলসীর রস ২০ ফোঁটা

প্রাতে ও সন্ধ্যায় খাওয়াইবে।

শিশুদিগের পক্ষে আকন্দের তুলার বালিস অতি উপকারী। পুরাতন ঘৃত বাকস পাতার রসের সহিত ঈষৎ গরম করিয়া বুকে মালিস করিবে। পশমী কাপড়ে শরীর আবৃত রাখিবে। লাল পিপীলিকার ডিম বা ময়ুরপুচ্ছ ভস্ম চল্লিশ রতি মধু দিয়া খাওয়া-

ইলে শিশুদিগের কাশি ভাল হয়। শিখিপুচ্ছ মৃত্তিকা-পাত্রের মধ্যে দিয়া তাহার মুখ রুদ্ধ করিয়া জ্বাল দিবে। সেই পাত্র অগ্নিতুল্য হইলেই ভস্ম হয়।

শিশুদিগের গলা-ঘড়ঘড়ানি হইলে বিশেষ ভয়ের বিষয় হইতে পারে; এই জন্য এই রোগে অতি সতর্ক থাকা উচিত। শিশুর বুকে উপরোক্ত অবলেপ উত্তম-রূপ মালিস করিয়া উপরোক্ত ঔষধ নিয়মিত ব্যবহার করিবে এবং সকল প্রকার শৈত্য হইতে রক্ষা করিবে।

হাঁপানি কাশি।

বাকস পাতার ও ফুলের, উভয়ের কিম্বা কেবল পাতার ২ তোলা রসে চারি মাষা মধু মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে সকল প্রকার কাশি ভাল হইতে পারে। কিন্তু উক্ত পাতা ও ফুলের রস বাহির করিবার সময় যেন তাহাতে জল না দেওয়া হয়। হাঁপানি প্রবল হইলে শুষ্ক বাকস পাতা ও ধুতুরা পাতা অথবা শুধু তেজপাতা কলিকায় সাজিয়া ধুম লইলে যাতনা যাইবে। অতি অল্প মাত্রায় অহিফেণ সেবন করিলে কাহার কাহার বিশেষ উপকার হয়। কণ্টিকারি ফুলের ভিতরের কলি পানের সহিত খাইলে উপকার করে। পুরাতন ঘৃতের সহিত বাকস ও ধুতুরার (কাল হইলে ভাল হয়) রস ঈষৎ উষ্ণ করিয়া

বুকে মালিশ করিবে ও মস্তকে সামান্যরূপ শীতল জল প্রয়োগ করিবে। পুরাতন গুড় ও সর্ষপ তৈল সমভাগ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে শ্বাস নষ্ট হয়। কর্পূরের নাস লইবে। এক ছটাক সোরা অর্দ্ধ পোয়া ফুটন্ত জলে দ্রব করিয়া ব্লটিন বা অন্য কোন শোষক কাগজে পুনঃ পুনঃ ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে সেই কাগজ ছয় আঙ্গুল লম্বা ও ছয় আঙ্গুল চওড়া করিয়া চুরাটের মত প্রস্তুত করিয়া তাহার নাস গ্রহণ করিলে উপকার হইবে। সামান্য নস্য লইলেও অনেক উপসম হয়।

স্বরভঙ্গ।

স্বরভঙ্গ হইলে সিরকা গরম করিয়া তাহার ভাব টানিয়া লইবে। ভেণ্ডি (ঢঁড়স) সিদ্ধ করিয়া ঐরূপ ধুঁয়া লইবে।

মরিচ, সিকিতোলা	জল তিন পোয়া
মিচরী, একতোলা	শেষ এক পোয়া

এই জল ঈষৎ উষ্ণ পান করিতে দিবে।

সজিনার ছাল ও লঙ্কা একত্রে সিদ্ধ করিয়া সেই জল যাহাতে গলায় লাগে, এমত প্রকারে কুলি করিবে।

লবঙ্গসিদ্ধ জল তিন কুঁচ সোহাগার সহিত তিন চারি ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে।

খদির মুখে রাখিয়া গলিতে দিবে।

গলার উপর গরম কাপড় জড়াইয়া রাখিবে।

গলাবেদনা ও গলার ভিতরের ঘা।

গলাবেদনা হইলে গলায় একটা গরম কাপড় (যেমন কম্‌ফরটর) জড়াইয়া রাখিবে। একটা গাড়ুর ভিতর গরমজল পুরিয়া তাহার নলে নল লাগাইয়া ভাব টানিবে। কস্তুরা ও ধুতুরা পাতার রস একত্রে বাটীয়া বেদনার স্থানে প্রলেপ দিবে। এরূপ অবস্থায় উষ্ণ দ্রব্য ব্যবহার্য্য;—যেমত চা, দুগ্ধ, চিনি ইত্যাদি। কিন্তু গলার ভিতরে ঘা হইলে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। নচেৎ প্রাণ বিনাশ হইতে পারে। বল-কারক দ্রব্য;—যেমত দুগ্ধ, মাংসের ঝোল, পোর্ট ব্রাণ্ডি ইত্যাদি,—আহার দিবে। ইহার সহিত জ্বর হইলে নিম্নলিখিত পাঁচন সেবন করাইবে। যথা;—

নিম্ব ছাল	কাঁচা অর্দ্ধপোয়া
চিরেতা	এক ছটাক

এতদুভয় দ্রব্য থেঁত করিয়া অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিবে; পরে অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে; অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে তিনবার করিয়া খাওয়াইবে। এবং নিম্নলিখিতগুলি সিদ্ধ করিয়া তাহার কুল্লি যাহাতে গলার ভিতর পরিষ্কার থাকে এমত করিবে।

গলার উপর রাই সরিষার পুলটিস বা পলস্ত্রা লাগাইলে ভাল হয়।

কাশিসহ রক্ত উঠা।

কাশিসহ রক্ত উঠিলে, এক বিন্দু টার্পিন তৈল অর্দ্ধ ছটাক চুনের জল সহ দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। কিম্বা ত্রিফলা বা মাজুফল সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইবে। যক্ষ্মা রোগে নারিকেল তৈল খাওয়াইবে। ইহা প্রথমে অল্পমাত্রায় আরম্ভ করিবে। দিশি কুমড়ার মিঠাই খাইতে দিবে। ব্যাকুড় ফলের শুক্ত রন্ধন করিয়া দিবে। অহিফেন ইহাতে বিশেষ উপকারী।

জিহ্বা ও মুখের ঘা।

জিহ্বা ও মুখের ঘা হইলে চামেলি ফুলের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া সেই ঘৃত ঘায় তুলি করিয়া লাগাইবে। ভেড়ার দুগ্ধে কুল্লি করা অতিশয় ফলদায়ক। উত্তম সাদা খৈয়ের বা সোহাগার খৈ গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত উক্ত ঘায়ের উপর প্রয়োগ করিবে।

পেট হইতে রক্ত বমন।

পেট হইতে রক্ত বমন হইলে রোগীকে শীতল রাখিবে। একটা মাজুফল চূর্ণ করিয়া ১ পোয়া জলে মিচরীর

সহিত সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইবে রক্ত বন্ধ হইবে। আর যদ্যপি অতিশয় বমন হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধধান পরিমাণ অহিফেণের সহিত দুই কুঁচ কর্পূর এবং ৩ কুঁচ পরিমাণ আম্রের কসির গুঁড়া মিলিত করিয়া খাওয়াইবে।

দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব।

দাঁতের গোড়া হইতে যদ্যপি রক্ত নির্গত হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত কয়টা দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া কুলি করিলে ভাল হইবে। যথা;—

জামের ছাল পিয়ারার ছাল

কুরচির বা বাবলার ছাল নিমের ছাল।

আমের কসি গুঁড়াইয়া কিম্বা আয়াপানের রস দাঁতের গোড়ায় লাগাইবে।

অরুচি বা অজীর্ণ।

আহার করিলে যদি পরিপাক না হইয়া পেটে ভার বোধ হয়; অথবা অম্ল বা চুঁয়া ঢেঁকুর উঠে, দাস্ত করজ বা অতিরিক্ত হইয়া থাকে। এমত স্থলে অল্প ও লঘু

আহার করিবে। ঢেঁকুরে অম্লতা প্রকাশ পাইলে, আহারান্তে জলের পরিবর্ত্তে সোডাওয়াটারের জলের সহিত কিঞ্চিৎ সোডা মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। সোডা ৫ কুঁচ, কয়লার গুঁড়া (ছাঁকা) ৫ কুঁচ, শুঁটের গুঁড়া ৫ কুঁচ এবং ত্রিফলা চূর্ণ ১০ কুঁচ একত্রিত করিয়া দুই বা তিনবার করিয়া খাওয়াইবে। ইহাতে বুকজ্বালা, চুঁয়া ঢেঁকুর, পেটভার নষ্ট হইবে ও দাস্ত পরিষ্কার হইবে।

অজীর্ণ চিকিৎসা।

কোন্ কোন্ দ্রব্য আহার করিয়া অজীর্ণ হইলে কিরূপে আরোগ্য হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল। যথা;—

দুগ্ধ পান করিয়া অজীর্ণ হইলে মাঠা, সৈন্ধব লবণ কিম্বা লশুন খাওয়াইবে। মৎস্য আহার করিয়া অজীর্ণ হইলে কাঁজী সেবন করাইবে। মাংস খাইয়া অজীর্ণ হইলে কাঁজী বা যবক্ষার সেবন করাইবে। ঝাল খাইয়া অজীর্ণ হইলে কটু তৈল দিবে। চাউল খাইয়া অজীর্ণ হইলে উষ্ণ জল ব্যবস্থা করিবে। কদবেল কিম্বা কেওন্দ (কেউদ) এই দ্রব্যদ্বয়ের ক্বাথে সকল ফলের বীজ ঘটিত অজীর্ণ ভাল হয়। অজীর্ণঘটিত আম পড়িলে লটিয়া-

শাকের মূল বাটিয়া খাওয়াইলে ভাল হইবে। যদি অন্ন খাইলে অজীর্ণ হয়, তবে লবণ ও জবানী (জোয়ান) একত্র করিয়া বা শীতল জল খাওয়াইলে ভাল হয়। কোন প্রকার শাক খাইয়া অজীর্ণ হইলে সর্ষপ বাটিয়া খাওয়াইবে। মূলা প্রভৃতি খাইয়া অজীর্ণ হইলে নারিকেল দিবে। তরকারী খাইয়া অজীর্ণ হইলে তিলের গাছ পোড়াইয়া ঐ ছাই জলের সহিত খাওয়াইলে ভাল হইবে। ঘৃত খাইয়া অজীর্ণ হইলে লেবু, মরিচ ও মাঠা দিবে। তৈলে অজীর্ণ হইলে কাঁজী দিবে। শীতল অন্নে অজীর্ণ হইলে কাঁজী পান করাইবে। মদ্যপানে অজীর্ণ হইলে চন্দন ও গেরি মৃত্তিকা একত্র করিয়া খাওয়াইলে ভাল হয় এবং ঘৃত ও চিনি খাওয়াইলেও ভাল হয়। মিঠাই খাইয়া অজীর্ণ হইলে লবঙ্গ ও জল খাওয়াইবে। ধুম-পানে অজীর্ণ হইলে আমলকী পেটে বাঁধিয়া রাখিবে। আম্রে অজীর্ণ হইলে মিচরী কিম্বা দুগ্ধ সেবন করাইবে। অম্ল উদ্গার হইলে কিম্বা বুকজ্বালা করিলে আদার রস খাওয়াইলে ভাল হইবে।

বুকজ্বালা।

অন্নের পীড়া থাকিলে আহারের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ অম্ল

খাইবে, তৎপরে আহার করিবে। মিষ্ট, অম্ল ও ঘৃত নিষেধ। দুগ্ধের সহিত চূনের জল অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। সোডা বা সাজিমাটি ৮ বা ১০ কুঁচ মাত্রায় ৫ কুঁচ খড়ি মিশাইয়া খাইলে তৎক্ষণাৎ অম্লজনিত বুকজ্বালা ভাল হয়।

খড়ির গুঁড়া ৫ কুঁচ, তামাকের গুলের গুঁড়া ৫ কুঁচ এবং ত্রিফলা চূর্ণ ১০ কুঁচ এই কয় দ্রব্য একত্রিত করিয়া দিবসে তিনবার করিয়া খাওয়াইবে।

অম্লপিত্ত।

আমলকীর রস এক তোলা ও মধু এক তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে এই রোগ নষ্ট হয়। প্রত্যহ তিনবার করিয়া চিরেতার জল এবং চুনের জল খাইবে। কিম্বা খড়ির গুঁড়া ৫ বা ১০ কুঁচ কিম্বা বংশ-লোচন ৫ কুঁচ, ৩ কুঁচ নিশাদলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিনবার করিয়া খাইবে।

আমাশয়।

আমাশয় রোগে ঈষপ্‌গুল বা বিহিদানা উত্তমরূপ

পরিষ্কার করিয়া মিচরীর সহিত একতোলা পরিমাণে দেড় পোয়া জলে তিন চারি ঘণ্টা ভিজাইয়া দিনান্তে দুই তিনবার পান করিতে দিবে। অনেকবার দাস্ত হইলে দাড়িমের খোসা ও ঈষপ্‌গুল প্রত্যেক এক তোলা গুঁড়া করিয়া তিনটী পুরিয়া প্রস্তুত করিবে ও দিবসে তিনবার খাইতে দিবে। ডাবনারিকেল ছুলিয়া জলে সিদ্ধ করিবে পরে সেই জল শীতল হইলে পান করিতে দিবে। একটা কাঁচা বেল দুই ভাগ করিয়া বিচিগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া বিচির স্থানে জোয়ান এবং সোহাগা দিয়া পূর্ণ করিবে। পরে কাশীর চিনির সহিত খাওয়াইবে। পীড়া গুরুতর বোধ হইলে ঐ বেলের মধ্যস্থলে দুই সরিষা পরিমাণ আফিং গর্ত্ত করিয়া রাখিবে এবং অগ্নি হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক আফিং বাহির করিয়া ফেলিয়া উক্ত বেল খাওয়াইবে। এই পীড়াতে কাঁজির জল অতি উপকারী। আমাশয় রোগে নিম্নলিখিত ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক।

কুরচির ছাল এক ছটাক, মৌরী এক তোলা
বেলশুঁটা অর্দ্ধ ছটাক, বাবলার গঁদ দুই তোলা

অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। ঐ কাথ অর্দ্ধছটাক পরিমাণে প্রত্যহ তিন-বার অথবা চারিবার সেবন করাইবে। এক আনা

পরিমাণ বোঁচের শীকড় ও ১ তোলা মরিচ বাটিয়া খাওয়াইলে এই রোগ ভাল হয়। কদবেলের পাতার রস মধু দিয়া খাওয়াইলে উপকার দর্শিতে পারে। এই রোগ পুরাতন হইলে আফিং ব্যবহারে ফল দর্শায়।

দুই তোলা পালতে মাদারের রস মধুর সহিত পান করাইলে আমাশয় ভাল হয়। রক্ত আমাশয়ে কুরচির ছাল অতিশয় উপকারী।

পথ্য—ছাগদুগ্ধ, পানিফলের গুঁড়া এবং মিচরী জলের সহিত পাক করিয়া খাইতে দিবে।

পাতলা দাস্ত বা উদরাময়।

বারম্বার তরল ভেদ হইলে,

চা খড়ির গুঁড়া ছাঁকিয়া	পাঁচ কুঁচ
খদির গুঁড়া ছাঁকিয়া	পাঁচ কুঁচ
ছোট এলাচের গুঁড়া	দুই কুঁচ
দারুচিনির গুঁড়া	এক কুঁচ

একত্রিত করিয়া একটী পুরিয়া করিয়া প্রত্যেক দাস্তের পর খাওয়াইবে। বেলও ইহাতে উপকার করে।

দারুচিনি দুই আনা, মরিচ আটটা
আফিং অর্দ্ধ ধান, জল অর্দ্ধ ছটাক

তিন চারি ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া প্রত্যেক দাস্তের পর খাওয়াইবে। ইহাতে নিশ্চয় ভেদ বন্ধ হইবে। কিন্তু যাঁহারা আফিং সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ইহাতে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদিগের পক্ষে নিম্নলিখিত ঔষধ উপকার করিবে। যথা;—

আমের কুশি গুঁড়া চারি কুঁচ, চা খড়ির গুঁড়া তিন কুঁচ কটকিরির গুঁড়া অর্দ্ধ কুঁচ, ছোট এলাচের গুঁড়া তিন কুঁচ একত্রে এক পুরিয়া করিয়া প্রত্যেক দাস্তের পর এক এক পুরিয়া করিয়া খাওয়াইবে। কিম্বা খদির পাঁচ কুঁচ, বেলশুঁঠার গুঁড়া দশ কুঁচ একত্রে এক পুরিয়া করিয়া মধু সহ ঐ নিয়মে খাওয়াইবে।

ওলাউঠা।

এই রোগের প্রথম অবস্থাতে কর্পূর আন্দাজ দশ কুঁচ পরিমাণে কিঞ্চিৎ চিনি বা মিচরীর সহিত খাওয়া-

ইয়া শরীর আবৃত করিয়া রাখিবে। আবশ্যকমতে এক ঘণ্টা পরে পুনঃ পুনঃ তিনবার খাওয়াইলেই যথেষ্ট হইবে। ইহাতে উপকার না দর্শিলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

খদির পাঁচ কুঁচ, কর্পূর পাঁচ কুঁচ
মরিচের গুঁড়া পাঁচ কুঁচ

একত্রে এক পুরিয়া প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক দাস্তের পর খাওয়াইবে। কিম্বা

হিং এক কুঁচ, অফিং দুই কুঁচ
মরিচ চূর্ণ দুই কুঁচ

মিশ্রিত করিয়া তিনটী বটিকা প্রস্তুত করিবে প্রত্যেক বটিকা এক ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে।

লঙ্কার গুঁড়া	দেড় কুঁচ
কর্পূর	এক কুঁচ

ইহা দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। এক জন সুবিজ্ঞ ডাক্তার কহেন যে, ইহার অপেক্ষা ওলাউঠার ভাল ঔষধ আর নাই। যে স্থানে ওলাউঠা হইতেছে সেই স্থানের ব্যক্তিগণ এই ঔষধ প্রত্যহ ব্যবহার করিলে এই রোগে আক্রান্ত হইবার কোন অশঙ্কা থাকে না। অতি অল্প মাত্রায় মকরধ্বজ বিশেষ উপকার করিতে পারে। বরফ ইহার এক মহৌষধ। অতিশয় পিপাসা

থাকিলে বরফ কিম্বা নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে। যথা ;—

গিরকা অর্দ্ধ ছটাক, কাশীর চিনি অর্দ্ধ ছটাক
জল অর্দ্ধ সের

যথেচ্ছা পান করিতে দিবে।

বরফে যদি বমন নিবারণ না হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে। যথা

কুল আঁঠির শাঁস, অতি চারা খেজুরের কলি।

অতি ছোট নারিকেল মুচির শাঁস, সাদা চন্দন ঘসা মধুর সহিত চাটিতে দিবে। সাদা সরিষা বাটিয়া পলস্ত্রা করিয়া পেটে লাগাইলে বমন ভাল হয়। মরিচ পোড়াইয়া ধুম আঘ্রাণ লইলে হিক্কা বন্ধ হয়।

পিপুল, ঘৃত,
আমলকী, মধু,
শুণ্ঠ, চিনি,

প্রত্যেক সমভাবে মিলিত করিয়া মুখে রাখিলে হিক্কা নিবারণ হয়। শুঁঠ চূর্ণ করিয়া দেহে উত্তমরূপ মালিস করিবে। জোয়ান বা মুড়ি ভিজাইয়া জলপান করিলে হিক্কা বা বমন নিবারণ হয়।

অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক কহেন যে এই রোগে কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া কেবল শীতল জল কিম্বা বরফ খাওয়াইলে বিশেষ ফল দর্শায়। ঔষধ দ্বারা অপকার ভিন্ন উপকার হয় না।

রক্তভেদ।

অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হইলে ত্রিফলা ও মাজুফল চূর্ণ করিয়া সিদ্ধ করিবে, পরে শীতল হইলে ঐ জল পান করিতে দিবে। ফটকিরি দুই কুঁচ পরিমাণে প্রত্যেক দাস্তের পর খাওয়াইলেও রক্তরোধ হইবে। আয়াপান বা বিশল্যকরলির পাতার রস এক কাঁচ্চা পরিমাণে ২।৩ বার খাওয়াইলেই কিম্বা রাঙ্গা গোলাপের পাপড়ি সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে রক্ত ভেদ বন্ধ হয়।

কৃমি।

আনারসের পাতার রস বা ভেট পাতার রস প্রাতঃকালে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ কিঞ্চিৎ লবণের সহিত খাওয়াইবে। কিম্বা দাড়িম্ব শীকড়ের ছাল (রাঁড়াগাছ হইলে ভাল হয়) অর্দ্ধ ছটাক, জল দশ ছটাক সিদ্ধ করিয়া পাঁচ ছটাক থাকিতে নামাইবে। ইহার এক ছটাক প্রাতে খাওয়াইয়া আরও তিনবার এক বা আধ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। তৎপরে অর্দ্ধ ছটাক পরিশুদ্ধ রেড়ির তৈল ত্রিশ ফোঁটা টার্পিনের সহিত খাওয়াইলেই

ক্রিমি বাহির হইবে। সোমরাজ এক তোলা পরিমাণে মধুর সহিত দুই বার খাওয়াইয়া তৎপরে উক্ত বা অন্য কোন প্রকার জোলাপ দিবে। যেমত বেলপাতার রস কিম্বা একটী বা অধিক অবস্থানুসারে খাওয়াইবে।

পেটের শূল।

ঈষৎ উষ্ণ জলে রোগীকে অর্দ্ধ ঘণ্টা বা তিন কোয়াটর করিয়া বসাইয়া রাখিবে। কিম্বা পেটে একটু টার্পিণ তৈল লাগাইয়া সেক দিবে এবং নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করাইবে। যথা ;—

জোয়ান চূর্ণ	৩ কুঁচ
মৌরি	৩ কুঁচ
হিঙ্গ	১ কুঁচ

মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে তৎপরে রেড়ির তৈলের জোলাপ দিবে।

রোগীর কষ্ট যদ্যপি অধিক হয়, তাহা হইলে এক কুঁচ ওজন আফিং ৪ ভাগ করিবে তাহার এক এক ভাগ যে পর্য্যন্ত সুস্থ না হয়, সেই পর্য্যন্ত ২।৩ ঘণ্টা অন্তর উক্ত তিনটি ঔষধের সহিত মিসাইয়া খাওয়াইবে।

পেট কামড়ানি।

যে কোন কারণেই হউক পেটকামড়ানি যদ্যপি অতিশয় কষ্ট দায়ক হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ খাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ ভাল হইবে ।

আফিং	এক কুঁচের চতুর্থাংশের একাংশ
জোয়ান	৪ কুঁচ
সিদ্ধি	৪ কুঁচ
শুট চূর্ণ	৩ কুঁচ

এই চারি দ্রব্য একত্রিত করিয়া ২টি পুরিয়া বান্ধিবে; ইহার এক পুরিয়া খাওয়াইলেই যাতনা নিবারণ হইবে। আবশ্যক মতে দুই এক ঘণ্টা পরে অপর পুরিয়াটিও খাওয়ান যাইতে পারে। কিন্তু কুপচ সামগ্রী ভোজন করিয়া পেট কামড়াইলে সেই সকল দ্রব্য যে পর্য্যন্ত নির্গত হইয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত উক্ত ঔষধ দেওয়া বিধেয় নহে।

কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়াও কখন কখন পেট কামড়াইয়া থাকে, এমত স্থলে কোষ্ঠ পরিষ্কার করণ জন্য বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কোষ্ঠবদ্ধ।

স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে হিরাকস অর্দ্ধ কুঁচ, মুসব্বর ১ কুঁচ প্রত্যহ প্রাতে খাইবে। কিম্বা সোণা-মুখী চূর্ণ অর্দ্ধতোলা গুলকঁদের সহিত বড়ি পাকাইয়া রাখিবে, একটী করিয়া প্রত্যহ খাইবে। একটু তেঁতুল ও মিচরী রাত্রে ভিজাইয়া প্রাতে সেই সরবৎ পান করিবে।

ভগন্দর।

ইহাতে শস্ত্র-চিকিৎসাই অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু হাপর-মালির আঠা স্থানিক প্রয়োগেও বিশেষ উপকার হয় ও অনেকের এককালীন আরোগ্য হইয়া যায়। তুঁতে অনেক বার পোড়াইয়া (যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া না যায়) ফাঁকি করিবে উহা তিসির তৈলের সহিত বা জলের সহিত পিচকারি দিলে ভাল হইতে পারে। প্রত্যহ একবার করিয়া পিচকারি দিবে।

পেটের উপর বেদনা।

পেটের উপর বেদনা হইলে টার্পিন তৈল লাগাইয়া

সেক দিবে। যদ্যপি এমত বেদনা হয় যে পেটের উপর একটা কুটা বা কাপড়ের ভার সহে না এমত অবস্থায় রোগীকে স্থির রাখিবে। যাহাতে দাস্ত না হয় এমত চেষ্টা করিবে; অহিফেণ ইহার একমাত্র ঔষধ বলিলেই হয়। অর্দ্ধ কুঁচ মাত্রায় তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। দুগ্ধ পথ্য। পোস্তার ঢেঁড়ী সিদ্ধ করিয়া সেক দিলেও উপকার হয়। যাহা হউক ইহা হইতে অতি সঙ্কট পীড়া জন্মিতে পারে যদ্যপি প্রসবান্তে ক্রমে বৃদ্ধি পায়। সিদ্ধির পুলটিশ ঈষৎ উষ্ণ করিয়া পেটের উপর লাগাইলে বেদনার উপসম হইবে।

অর্শ।

বাহ্যিক বলি বেদনাযুক্ত হইলে, থুলকুড়ি, ভুঁইকুমড়ী জলে সিদ্ধ কবিয়া গুহ্যদ্বারে তাহার ভাবরা লইবে। গেঁঠে হলুদ গুঁড়াইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া সেই চূর্ণে মনসাসিজের আঠা দিয়া মলদ্বারে প্রলেপ লাগাইবে এবং ঐ স্থানে অগ্নির তাপ দিবে। দুই এক সপ্তাহ এইরূপ করিলে বাহ্যবলি নিঃশেষ আরোগ্য হইবে। হরিতকী চূর্ণ গুড় দিয়া খাইবে এবং বলিতে প্রলেপ দিবে। ঘোষাল

ফল সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ গুড় দিয়া এক টুকরা বস্ত্রে মাখাইয়া বাতি করিবে সেই বাতি মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া রাখিবে। ইহাতে অন্তর্ব্বলিও ভাল হয়।

মরিচ চিতামূল
শুণ্ঠি বনজওল

এই চারিটী দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া যত হইবে তাহার সমভাগ পুরাতন গুড়, এই সব দ্রব্য একত্রে পাক করিয়া চূলা হইতে নামাইয়া তাড়ু দ্বারা বীজমারিবার মত এক তোলা পরিমাণে মোদক করিবে। মেইদি মূলের ছাল ও শুণ্ঠি একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে সপ্তাহের মধ্যে অর্শ ভাল হইবে।

তিল, কাঁচা হরিদ্রা,
চাউল ও পচা কলা

এই সকল দ্রব্য দধি দ্বারা পেষণ করিয়া চারি দিন প্রলেপ দিবে; পারিলে আরোগ্য হইবে।

গুহ্যদ্বারের বেদনা।

উষ্ণ জলের সেক দিয়া আফিং গুলিয়া প্রলেপ দিবে কিম্বা লবণের ছোট পুঁটলি করিয়া আগুনে তাতাইয়া সেক দিবে।

শিরঃপীড়া বা মস্তক-বেদনা।

তেজপাতা বাটিয়া রগে লাগাইলে শিরঃপীড়া ভাল হয়। লবঙ্গ পোড়াইয়া তাহার ধুম নাস লইবে। উষ্ণ জলে সাদা সরিষা বাটা মিশাইয়া পদদ্বয় ডুবাইয়া রাখিবে। মস্তকে শীতল জল প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে বিরেচক আবশ্যক। পিত্তাধিক্য কারণ হইলে নিসাদল চিরেতার জলের সহিত সেবন বিধি। রক্তচন্দন ঘষিয়া কপালে লাগাইবে। আফিং জলে ঘষিয়া রগে প্রলেপ দিবে। কেলেঞ্জিরার ছোট পুটুলি রগড়াইয়া তাহার আঘ্রাণ লইবে।

অৰ্দ্ধকপালিয়া।

অৰ্দ্ধকপালে বেদনা হইলে ঐ দিকে উক্ত ঔষধ লাগাইবে। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যেমত ঋতু বদ্ধ হইয়া শিরঃপীড়া হইলে ঋতু হইবার ঔষধ ব্যবহার্য্য। কলিচুনের সহিত ধুতুরা পাতার রস মিশ্রিত করিয়া উহা পানে লাগাইয়া বেদনার দিকের রগে বসাইয়া রাখিবে।

ফিকবেদনা।

গরম জলে আফিং বা ধুতুরার পাতা ফেলিয়া সেক দিবে। ধুতুরা পাতার রস পুরাতন ঘৃতের সহিত ঐ স্থানে মালিস করিবে। প্রত্যহ দুই তিনবার করিয়া নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে। যথা ;—

নিসাদল তিন কুঁচ

নিমছালের ক্বাথ অৰ্দ্ধ ছটাক.

ইহাতে বলকারক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত ; যেমত দুগ্ধ, ডিম্ব, মাংস ইত্যাদি।

মস্তক ঘূর্ণন।

ইহাতে পরিশ্রম করা উচিত নহে। হিরাকস অৰ্দ্ধ কুঁচ, অৰ্দ্ধ ছটাক চিরেতার ক্বাথের সহ দিবসে তিনবার করিয়া খাইবে। মস্তক শীতল রাখিবে। বলকারক দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত।

যদ্যপি রোগীর কখন গরমীর ব্যারাম হইয়া থাকে, তবে অনন্তমূল বা সালসা ব্যবহার করিবে। কুচিলার

বিচি চূর্ণ করিয়া সর্ষপ তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল মালিস করিবে।

কুঁচলে	সিকিতোলা
নিমছাল	এক ছটাক
চিরেতা	অর্দ্ধ ঐ
আপাঙ্গের শিকড়	এক তোলা

এই কয় দ্রব্য এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইবে, উহার অর্দ্ধ ছটাক দুই কুঁচ নিসাদল দিয়া দিবসে তিনবার করিয়া খাওয়াইবে।

মূর্চ্ছা।

নানাকারণে মূর্চ্ছা হইয়া থাকে, তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিকিৎসা। মস্তকে শীতল জল বা বরফ প্রয়োগ করিবে। পদদ্বয় গরম জলে সাদা সরিষা পেষিত মিলিত করিয়া ডুবাইয়া রাখিবে। মূর্চ্ছার সময় জলের ঝাপ্‌টা মুখে মারিবে। গলার কিম্বা বুকের বন্ধন সকল খুলিয়া দিবে। বারম্বার হইলে একটা কাল ধুতুরার ফল ভাঙ্গিয়া তাহার একটা বীজ লইয়া বাটিবে ও অর্দ্ধ ছটাক জলে গুলিয়া তিন ভাগ ফেলিয়া দিবে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা এক ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া তিন কাঁচ্চা (সমস্ত

উত্তমরূপে নাড়িবে) ফেলিয়া দিবে, ইহার সিকি অংশ পুরায় জলে নাড়িয়া তিন অংশ ফেলিয়া এক অংশ লইবে। এইরূপ দশবার করিয়া যে জল হইবে তাহা এক তোলা করিয়া প্রত্যেক মূর্চ্ছার পরে সেবন করাইবে।

মৃগী।

এই রোগ প্রায় অনেক সময়েই গরমীর ব্যারাম সম্পর্কীয় ঘটিয়া থাকে। তথায় অনন্তমূল বা সালসা ব্যবহার্য্য।

আইচ তিন কুঁচ
নিসাদল তিন কুঁচ
কর্পূর দুই কুঁচ

রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া মধুর সহিত বারম্বার সেবন করাইবে।

ধনুষ্টঙ্কার।

রোগী তিন প্রকারে প্রায় ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া যায়। যথা;—সম্মুখের দিকে, পাশের দিকে ও পিঠের দিকে। এই রোগে গুলি ও গাঁজার ধূম অতিশয় উপ-

কারক। পিঠের শিরদাঁড়ার উপর একটা সরু লম্বা খোলে বরফ রাখিয়া স্থানিক প্রয়োগ করিবে, ঘর অন্ধকার ও নিস্তব্ধ রাখিবে। কোন স্থানে কাটিয়া যাইলে বা কোন আঘাত লাগিলে সেই স্থান পরিষ্কার রাখিয়া জল-পটি বা ক্ষতে অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাকসপত্র বিছানায় রাখিবে। ধুতুরা পাতার রস ও পুরাতন ঘৃত একত্রিত করিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ পিঠের শিরদাঁড়ার উপর মালিস করিবে। মূর্চ্ছাতে যেরূপে ধুতুরা প্রয়োগ ব্যবস্থা সেইরূপ ধুতুরার বীজের জল প্রয়োগ করিবে। অল্পমাত্রায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সিদ্ধি খাওয়াইলেও বিশেষ উপকার দর্শিবে।

।

শুসনি শাকের রস মধুর সহিত খাইলে সুনিদ্রা হইবেক। সিদ্ধি বা অহিফেণ অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলেও নিদ্রা হয়। কিন্তু কখন২ ইহার বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে।

।।

রোগীকে সর্ব্বপ্রকারে সুস্থির রাখিবে। মস্তক শীতল

রাখা কর্ত্তব্য। রোগ বলবান্ হইলে ঘাড়ের উপর বেলেস্তারা দিয়া ক্ষত রাখিবে, যাহাতে শুকাইয়া না যায়। শুসনি শাক বা উহার রস সন্ধ্যার সময় এবং সোণা বেঙের ঝোল খাইতে দিবে। বলকারক বা গুরু আহার নিষিদ্ধ। একতোলা অনন্তমূল ও ধুতুরা ফলের একটা বীজ চূর্ণ করিয়া উভয় চূর্ণই এক ছটাক তিলের তৈলে উত্তমরূপে ভাজিবে। পরে ঐ তৈল ছাঁকিয়া রাখিবে; স্নানের পূর্ব্বে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে। কর্পূর ইহাতে উপকারী।

কুকুর বা শিয়া-দংশন।

কুকুর ও শৃগাল পীড়াগ্রস্ত হইলে যদ্যপি দংশন করে, তাহা হইলে রোগী উন্মত্তের ন্যায় হয়। মন সর্ব্বদা চঞ্চল ও অস্থির থাকে এবং অনিদ্রা ও এক প্রকার বিশেষ মানসিক ক্লেশ সহ্য করিতে হয়; এই রোগ অতি ভয়ানক; প্রায় আরোগ্য হওয়া কঠিন। রোগী জল দেখিয়া ভীত হয়, জলীয় দ্রব্য পান করিতে অত্যন্ত ভয় ও কষ্ট বোধ করে। কোন কোন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক কহিয়াছেন যে, বরফ এই রোগের একমাত্র ঔষধ; ইহা যথাইচ্ছা খাইতে দিবে। কাট বিষ বা মিঠাবিষ এক কুঁচ পরিমাণে এক সের জলে সিদ্ধ করিবে পরে ঐ জল

অৰ্দ্ধেক ফেলিয়া দিবে, বাকি জলে পুনরায় ততোধিক জল মিশ্রিত করিবে ঐরূপ তিনবার জল ফেলিয়া ও যোগ করিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে অৰ্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে তিনবার বা চারিবার করিয়া সেবন করিতে দিবে। হরিতকী ফাঁকি করিয়া মধুর সহিত খাইতে দিবে অর্থাৎ দাস্ত পরিষ্কার রাখিবে। আপাঙ্গ ফুল কিম্বা ধুতুরাবীজ অতি অল্প পরিমাণে চিনির সহিত খাইতে দিবে। সুলতানি বনাত্ত (ওজনে এক আনা মাত্রায়) কলার সহিত খাওয়াইলেও উপসম হয়।

সর্দ্দিগরমী।

সর্দ্দিগরমী অর্থাৎ মস্তকে অধিক রক্তসঞ্চালন হইয়া রোগী এককালীন মূৰ্চ্ছিত ও অজ্ঞান হইয়া থাকে। মস্তকে শীতল জল সিঞ্চন পূৰ্ব্বক সমস্ত শরীর উষ্ণজলে বিশ মিনিট ডুবাইয়া রাখিবে। ধুতুরার বীজের জল, মূৰ্চ্ছাতে যেরূপ প্রয়োগ করিতে হয়, সেইরূপ প্রয়োগ করিবে। শ্বেত সর্ষপ বাটিয়া একটা কাগজে করিয়া ১ ঘণ্টা কাল পদদ্বয়ে লাগাইয়া রাখিবে।

মদ্যপানে বিষক্রিয়া।

মদ্যপানে বিষক্রিয়া হইলে অনিদ্রা, নানাপ্রকার ভয়-

ও অসুস্থতা ঘটিয়া থাকে। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। এই নিমিত্ত

সোণামুখী ২ তোলা, ধনে ‖৹ তোলা

তেঁতুল ১ তোলা, মিচরী ৪ তোলা

এই কয়েকটী দ্রব্য ১‖৹ ছটাক জলে ২‖ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে; পরে ছাঁকিয়া এককালে পান করিতে দিবে। ইহার পর কর্পূর ২ কুঁচ ও অফিং ১ ধান পরিমাণ পাঁচ বা ছয় ঘণ্টা বাদে সেবন করাইবে। তৎপরে;— নিম্বছাল ১ ছটাক, চিরেতা ‖৹ ছটাক

শুঁট ১ তোলা, মরিচ ২ আনাভর

তিন পোয়া জলে একত্রে সিদ্ধ করিয়া শেষ ১ পোয়া থাকিতে নামাইবে। উহার অর্দ্ধ ছটাক দিবসে তিন-বার করিয়া সেবন করাইবে। বুকজ্বালা বা অন্য কোন প্রকার অসুখ থাকিলে তৎপ্রকার ইহার সহিত ২ কুঁচ সোডা কিম্বা খড়ি মিসাইয়া খওয়াইলে ভাল হয়।

যকৃৎপীড়া।

যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে উপরে পেঁপের আটা প্রলেপ দিবে; কিম্বা সমুদ্রের ফ্যানা (কস্তুরা) পটলপত্রের (পলতা) রসে ঘষিয়া ঐরূপ করিবে। মৎস্যের তৈল ও পেঁপের আটা একত্রিত করিয়া হস্তে ঘর্ষণপূর্ব্বক যকৃতের উপর

মালিস করিবে। কাল সরিষার খইল পুল্‌টিস করিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে ঐস্থানে লাগাইয়া রাখিবে। অপরন্তু নিম্নলিখিত ঔষধ সেবনে ও প্লীহা কিম্বা যকৃৎপীড়া আরোগ্য হয়। যথা ;—

মানকচুর শিকড় ৩ তোলা,	আপাঙ্গ ৩ তোলা
গোলঞ্চ ৩ তোলা,	বাকস ছাল ৩ তোলা
শালপানি ৩ তোলা,	চিতামূল ৩ তোলা
সৈন্ধব ৩ তোলা,	শুঠ ৩ তোলা
তালজটার ক্ষার ৩ তোলা,	বিটলবণ ১ তোলা
যবক্ষার লবণ ১ তোলা,	পিঁপুল ১ তোলা

এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ৮ সের গোমূত্রের সহিত পাক করিবে এবং মধুর সহিত ৩ রতি করিয়া সেবন করাইবে।কিম্বা নিম্নলিখিত ঔষধ দিবে। যথা ;—

গোলঞ্চ ১ ছটাক,	শুঠ ১ তোলা
নিম্বছাল ১ ছটাক,	জাঙ্গিহরিতকী ১ কাচ্চা

চিরেতা অর্দ্ধ ছটাক

/২ সের জলে ঐ কয়েক দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া ১ পোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে ও নিসাদল ৩ কুঁচ করিয়া ॥৹ ছটাক ঐ জলে মিশ্রিত করিয়া দিবসে তিনবার সেবন করাইবে। অপিচ ৩০ বিন্দু পেঁপের আটা চিনির সহিত প্রত্যহ খাইতে দিবে।

ন্যাবা।

ন্যাবাও উক্ত ঔষধ-ব্যবহারে আরোগ্য হইয়া থাকে। এই দুই পীড়াতে যকৃতের উপর কখন কখন বেলেস্তারা দেওয়া আবশ্যক হয়। লালচিত্রের মূল বাটিয়া যকৃতের উপর লাগাইয়া রাখিলে ফোসকা হইয়া ঘা হইবে। তাহা আরোগ্য করিবার নিমিত্ত ঘৃত প্রলেপ দিবে। চক্ষু অতিশয় হরিদ্রাবর্ণ হইলে শুষ্ক পলতা উক্ত পাঁচনের সহিত মিলিত করিবে। কিম্বা—

দারু হরিদ্রা ১ কাঁচ্চা, শুষ্ক হরিদ্রা ১ কাঁচ্চা
ক্ষেতপাপড়া ১ কাঁচ্চা, ধনে ২ তোলা
চিরেতা ॥ ছটাক, জাঙ্গিহরিতকী ২ তোলা

এই কয়েক দ্রব্য দেড় সের জলে একপোয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিবে। উহার অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে তিন চারিবার করিয়া খাওয়াইবে।

ভাবরা লইলেও উপকার হয়। যথা;—

নিম্বছাল, গোলঞ্চ, সিউলির ছাল
চিরেতা, ক্ষেতপাপড়া, বাকসছাল

এই কয় দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া ভাবরা লইবে।

উদরী।

গাম্ভারি, সৈন্ধব, বনযামিনী, যবক্ষার
বিড়ঙ্গ, হিং, পিপুল, শুঁঠ

এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একতোলা প্রমাণ ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিলে উদরীমাত্রই আরোগ্য হইবে।

শ্বেত পুনর্ণবা এক ছটাক, মুথা অর্দ্ধছটাক
জাঙ্গিহরিতকী দুই তোলা, সোণামুখী দুই তোলা
ধনে এক তোলা, শুষ্ক পলতা দুই তোলা

এই কয়েক দ্রব্য একত্রিত করিয়া চারি সের জলে সিদ্ধ করিরা একপোয়া থাকিতে নামাইবে, ইহার অর্দ্ধছটাক করিয়া দশ কুঁচ সোরা মিশাইয়া তিন বা চারিবার করিয়া খাওয়াইবে।

নিম্নলিখিত পথ্য শোথ বা উদরী রোগে অতিশয় উপকারী। যথা,—

শুষ্ক মানকচু চূর্ণ ছয় পল, আতপ তণ্ডুল ২ পল দুগ্ধ ছয় পল, জল ছয় পল

পাক করিয়া দুই তোলা প্রমাণে সেবন করিতে দিবে; পিপাসা পাইলে জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে।

যকৃতের উপর বেদনা।

যকৃতের উপর বেদনা (অর্থাৎ যে স্থানটী বুকের নীচে মধ্যস্থল হইতে দক্ষিণদিকের পাঁজরার অন্তর্গত) যে পর্যন্ত সহ্য হয় বেদনা-স্থানে সরিষার পুলটীস লাগাইবে। কিম্বা ধুতুরার পাতা বাটিয়া তাহার পুলটিস লাগাইবে। পেটের উপর একটা ফ্লানেল জড়াইয়া রাখিবে।

চিরেতা, মৌরী
সোণামুখী, ক্ষেতপাপড়া

প্রত্যেক অর্দ্ধ ছটাক করিয়া দুই সের জলে একপোয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিবে। ইহার অর্দ্ধ ছটাক করিয়া তিন কুঁচ পরিমাণে নিসাদল মিশ্রিত করিয়া তিন চারিবার খাওয়াইবে। যদ্যপি বেদনা কিঞ্চিৎ অধিক থাকে, তাহা হইলে ঐ ঔষধের সহিত একটী কাল বেগুন ঝলসাইয়া তাহার রস অর্দ্ধ ছটাক মিলিত করিয়া খাওয়াইবে।

হস্ত এবং পদজ্বালা।

মেহদি পাতা কিম্বা নিমপাতা, কিম্বা উভয় মিলিত করিয়া বাটিয়া হস্ত ও পদদ্বয়ে লাগাইবে। কাঁচা হিংচার রস খাইলে উপকার দর্শায় বটে, কিন্তু উহা স্থায়ী নহে

এবং তাহাতে এককালে আরোগ্য হয় না। চিরেতা সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ পাঁচ কুঁচ নিসাদল মিলিত করিয়া দিবসে তিনবার বা চারিবার করিয়া খাইবে। আমরুল শাক বাটিয়া লাগাইলে তৎকালীন যথেষ্ট উপকার হয়।

পেটজ্বালা।

ইহা পিত্তবৃদ্ধি হইতে জন্মায়। অতএব যাহাতে পিত্ত দমন থাকে এমত করা উচিত। প্রায় সর্ব্বদা পেট কিঞ্চিৎ লঘু আহারের দ্বারা পূর্ণিত করিয়া রাখিবে। সময়ে আহার ও সময়ে স্নান করিবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা উচিত। নিসাদল তিন কুঁচ করিয়া ও চিরেতার জল অর্দ্ধ ছটাক ও তাহার সহিত অর্দ্ধ ছটাক হিংচার রস মিলিত করিয়া দিবসে দুই তিনবার করিয়া খাওয়া উচিত।

[illegible]।

রক্ত প্রস্রাব হইলে রোগীর তলপেটে ও নিকটবর্ত্তী স্থানে বরফ অভাবে শীতল জল প্রয়োগ করিবে। এক

কুঁচ ফটকিরি কিঞ্চিৎ মধু দিয়া জলের সহিত আবশ্যক বিবেচনায় সেবন করিতে দিবে। ত্রিফলার জল খাওয়াইবে এবং প্রস্রাবের দ্বারে ফটকিরির জল পিচকারি দিবে।

দুগ্ধের ন্যায় প্রস্রাব।

ফটকিরি ও ত্রিফলার জল এই রোগে ব্যবহার করিলে ফল দর্শিবে। হিরাকস এক কুঁচ পরিমাণে তিন পুরিয়া করিবে, তাহার এক পুরিয়া করিয়া দিবসে তিনবার করিয়া খাওয়াইবে এবং নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে। যথা;—

নিমছাল (তাজা) ১ ছটাক, গোলমরিচ ২ তোলা
শুঁঠ ১ তোলা, জল ॥ সের

শেষ অর্দ্ধপোয়া থাকিবে। এই কাথ অর্দ্ধ ছটাক করিয়া দিবসে তিন বার করিয়া খাইতে দিবে।

অতিরিক্ত প্রস্রাব।

এক তোলা ফটকিরি অর্দ্ধসের দুগ্ধে সিকি ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহার অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে

দিবসে তিন চারিবার করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহাতে প্রস্রাব কমিয়া যাইবে। অল্প মাত্রায় আফিং দিবসে দুই বার করিয়া খাইলেও উপশম হয়।

বহুমূত্র।

এই রোগে মাংস বিশেষ করিয়া ভক্ষণ করিবে। আফিং ইহাতে অতিশয় ফলদায়ক। কৃষ্ণতিল ভাজা এবং পুরাতন গুড় এই দুই দ্রব্য প্রতিদিন ভোজন করিলে বহুমূত্র ভাল হয়। মাষকলাই চূর্ণ, যষ্টিমধু চূর্ণ, আর মধু সমভাগে খাইলে বহুমূত্র নিবারণ হয়। যজ্ঞডুম্বুর চূর্ণ ও মধু সমভাগ মিশ্রিত করিয়া খাইবে।

প্রস্রাব কালীন জ্বালা।

পলাশ ফুল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে পুরুষাঙ্গ ডুবাইয়া প্রস্রাব করিবে ও শশার বীজ দুই তোলা, সৈন্ধব চব্বিশ মাষা কাঁজি দিয়া বাটিয়া সেবন করিবে। তিসি ভিজান বা যিঙ্গে জল অধিক পরিমাণে পান করিবে। ইসপগুল, মিছরী ও কিঞ্চিৎ সোরা জলে ভিজাইয়া যথেচ্ছা পান করিতে দিবে।

প্রস্রাব বন্ধ।

প্রস্রাব বন্ধ হইলে তলপেটে গরম জল ও টার্পিন তৈল দিয়া সেক দিবে। কিম্বা রোগীকে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত গরম জলের টবে বসাইবে। সোরা পাঁচ বা দশ কুঁচ তিন চারিবার খাওয়াইবে। ইহাতে ফল না দর্শিলে শলা দেওয়া আবশ্যক।

ধাতের ব্যারাম।

মিচরী এক পোয়া, তিসি এক পোয়া

বিহিদানা আধ ছটাক, জল একসের

এই কয়েকটী দ্রব্য চারি ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ঐ জল ছাঁকিয়া দশ কুঁচ করিয়া সোরা মিশাইয়া যথেচ্ছা পান করিতে দিবে। রোগ কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলে ত্রিফলার জলে কিম্বা নিমফল সিদ্ধ করিয়া তাহার পিচকারী প্রস্রাবের দ্বারে দিবে। কাঁটানোটের শিকড় অর্দ্ধ অঙ্গুলি প্রমাণ ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া প্রত্যহ পানের সহিত সপ্তাহ পর্য্যন্ত খাওয়াইবে। কাবাবচিনি, দারুচিনি, মৌরী প্রত্যেক এক তোলা করিয়া চূর্ণ করিবে; ইহাতে ছত্রিশ পুরিয়া বাঁধিবে। ইহার একটা করিয়া ডুমুর ভিজান জল ও মধু দিয়া দিবসে তিনবার খাওয়াইবে।

যদ্যপি অত্যন্ত বেদনা থাকে তাহা হইলে অর্দ্ধেক গর্জ্জন তৈল ও অর্দ্ধাংশ পোস্তের তৈল মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দিবে। চাউল এবং ভেণ্ডি বা চড়স একত্রিত সিদ্ধ করিয়া ইহার পাতলা কাঁজি দেড় পোয়া লইবে ইহাতে সিকি ভরি হইতে অর্দ্ধ ভরি পর্য্যন্ত সোরা ও মিচরী মিশ্রিত করিয়া যথেচ্ছা পান করিতে দিবে।

উপদংশ অর্থাৎ গরমীর ব্যারাম।

ক্ষতস্থান নিমপত্রের জলে ধৌত করিয়া নিম্নলিখিত তৈল তুলার সহিত প্রয়োগ করিবে। যথা;—

নিমের তৈল অভাবে নারিকেল তৈল আদপোয়া, আপাঙ্গের মূল ও কাল বেগুনের মূল উভয় ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া প্রত্যেক একতোলা, গাঁজা অর্দ্ধতোলা (দেড় ছটাক পর্য্যন্ত) অগ্নিতে এই সকল দ্রব্য একত্রে পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে; পরে ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে ক্ষত ধৌত করিয়া তুলার সহিত লাগাইবে। ইহা সপ্তাহ ব্যবহার করিলে আরোগ্য হইবে।

(২) কিঞ্চিৎ তুলা লইয়া নিম্নলিখিত কয়েকটা আঠার উত্তমরূপে ভিজাইবে, তুলা শুখাইলে পুনরায় দুইবার ঐরূপ করিবে পরে ঐ তুলা ঘৃতে ভাজিয়া অর্থাৎ পোড়াইয়া মলম করিয়া পটি দিবে। কিন্তু এই

রোগে রক্ত পরিষ্কার করণার্থে অন্তরে ঔষধ সেবন করা অতি আবশ্যক এই নিমিত্ত

১ গোলঞ্চ ১ ছটাক,	৫ নিমছাল ১ ছটাক
২ অনন্তমূল ২ ছটাক,	৬ চিরেতা ১ ছটাক
৩ দারুচিনি ॥ ছটাক,	৭ জায়ফল ॥ ছটাক
৪ কাবাবচিনি ॥ ছটাক,	৮ রেউচিনি ॥ ছটাক

এই আটটী দ্রব্য দুই সের জলে একপোয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া ইহার তিন কাচ্চা পরিমাণে দিবসে তিনবার করিয়া ব্যবহার করিবে। চারি কুঁচ পরিমাণে হাইড্রাসপটাস বা অভাবে নিসাদল দিয়া খাওয়াইবে।

বাগী।

বাগী বসাইবার উপায়—১ সজিনার মূলের ছাল
বাটিয়া প্রলেপ দিবে
২ গন্ধবিরোজ প্রলেপ
৩ কালকুচুরার বীজ বটিয়া
কঞ্জিকার সহিত প্রলেপ।

সর্ব্বাপেক্ষা মসিনার পুলটিস উৎকৃষ্ট। ইহাতেও বসিতে পারে। চলাচল নিষেধ করিবে।

কোষবেদনা।

কখন কখন এত অধিক কোষ বেদনা হয় যে, তাহাতে জ্বর ও কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে। অতিশয় উষ্ণ ও রক্তবর্ণ হইয়া বেদনা হইলে সোরা ও আফিং উষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া একটা কাপড় ভিজাইয়া ঐস্থানে ক্রমাগত রাখিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিবে। কোষ যাহাতে না ঝোলে এমত করিয়া তুলিয়া বাঁধিবে। ঝুলিলে কোষ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হইবে। ধুতুরা পাতা বাটিয়া নিসাদলের সহিত প্রলেপ দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

ব্রণ।

ইহা ঘাড়ের উপর হইলে ঘাড়মাগুরা কহে, পৃষ্ঠমধ্যস্থ শিরার উপর হইলে পৃষ্ঠব্রণ, উরুর উপর হইলে উরুস্তম্ভ ইত্যাদি কহিয়া থাকে। প্রথমে মসিনার পুলটিস ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে সর্ব্বদা ঐ স্থানে প্রয়োগ করিবে, পুলটিসমাত্রেই যেন পুরু হয়। ক্ষত হইলে এবং দুর্গন্ধ হইলে কয়লা সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া পুলটিসের সহিত মিশ্রিত করিবে। পাঁউরুটির পুলটিস দিলেও উপকার হয়; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা এই রোগে কৃষ্ণকলি ফুলের মূল বাটিয়া পুলটিস উষ্ণ থাকিতে দেওয়া অতি উৎকৃষ্ট। নিমপাতা

সিদ্ধ করিয়া ক্ষত স্থল ধৌত করিবে। নিমপাতার পুলটিসেও উপকার হয়। কৃষ্ণকলি ফুলের পাতা বাটিয়া ক্ষতের উপর প্রলেপ দিলে ভাল হয়। শেষে নিমপাতা ঘৃতে ভাজিয়া সেই ঘৃতের পটি করিয়া লাগাইবে। এই রোগে শরীরের বল রক্ষা করা অতি আবশ্যক। তেজস্কর দ্রব্য সকল আহার ও পান না করিলে কোন ঔষধে ক্ষতের উপকার দর্শিবে না এবং বলহীন হইলেই ক্রমে শরীরের পতন হয়। অতএব মাংস, মৎস্য ও ডিম্ব ইত্যাদি দ্রব্য সকল খাইতে দিবে। মাংসের কাথের সহিত পোর্ট দুই এক কাঁচ্চা মিশ্রিত করিয়া দিবসে চারি অথবা ছয়বার খাইতে দিবে; দুগ্ধ যে পরিমাণে পরিপাক হয় খাইতে দিবে। অন্ন, সুজি, ময়দা ইত্যাদি ভক্ষণীয়। নিম ও চিরেতা সিদ্ধ জল দিবসে তিনবার করিয়া পান করিতে দিবে। শরীরের রক্ত অতিশয় অল্প হইলে এক কুঁচ হিরাকস দুইবার করিয়া খাওয়াইবে। কৃষ্ণকলি ফুলগাছের মূল ব্যবহারে শস্ত্রাঘাত করিতে হয় নাই দেখা গিয়াছে। যদ্যপি ক্ষতে পচানি হয়, তাহা হইলে অতি অল্পমাত্রায় আফিং প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় খাওয়াইবে; গরমধাতে একবার করিয়া বা একদিন অন্তর দিবে। মাত্রা, অর্দ্ধ কুঁচ হইতে এক কুঁচ পর্য্যন্ত।

মহাব্যাধি।

প্রথম হইতে এই রোগে গর্জ্জন তৈল (খাঁটি) পাঁচ ফোঁটা হইতে খাওয়াইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বৃদ্ধি করিবে। আন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় অতি ফলদায়ক; ঐ তৈল স্থানিক প্রয়োগ করিবে। এবং সর্ব্বাঙ্গে উত্তম রূপ মর্দ্দন করিয়া স্নান করাইবে। দুগ্ধের সহিত গন্ধক খাইতে দিবে। নিম, চিরেতা, অনন্তমূল ও গোলঞ্চ সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ খাইতে দিবে। যন্ত্রণা নিবারণার্থে শয়নকালে অল্পমাত্রায় আফিং খাইতে দিবে। এই রোগ আরোগ্য হওয়া দুরূহ বটে, কিন্তু গর্জ্জন তৈল দীর্ঘকাল ব্যবহারে এককালীন ইহা আরোগ্য না হইলেও রোগের বৃদ্ধি রোধ করে। দুগ্ধ এবং পক্ষীমাংস উপকারী।

বাতবেদনা।

আকন্দের বা কাল ধুতুরার পাতায় ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে ঝলসাইয়া উহা বেদনাযুক্ত গাঁঠে সেক দিবে, তৎপরে আকন্দর তুলা অভাবে কার্পাস তুলা দিয়া ঢাকিয়া গরম কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। রসুনের রস বাহির করিয়া দুগ্ধের সহিত ক্ষীর করিয়া খাইবে। কাল ধুতুরার পাতা বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ পুলটিস লাগাইবে। নিম্নলিখিত ঔষধ খাইতে দিবে। যথা,—

বাকস ছাল,	অনন্তমূল,
শুঁঠ,	সোণামুখী,

প্রত্যেক এক ছটাক করিয়া দুই সের জলে সিদ্ধ করিয়া দেড় পোয়া থাকিতে নামাইবে। অর্দ্ধ ছটাক করিয়া দুই বা তিনবার করিয়া খাওয়াইবে। প্রতি আট বা বার ঘণ্টা পরে বেদনা বৃদ্ধি হইলে কর্পূর এক কুঁচ, আফিং অর্দ্ধ কুঁচ, সোরা তিন কুঁচ, জায়ফলের চূর্ণ দুই কুঁচ একত্রিত করিয়া খাওয়াইবে। শীতল, মিষ্ট ও অম্ল পরিত্যাগ করিবে। এই রোগ আরোগ্য হইতে সচরাচর দীর্ঘকাল লাগে। আপাঙ্গের শিকড় বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া বেদনার স্থানে প্রলেপ দিবে।

পুরুষত্ব-শক্তিহীন।

পুরুষত্বহীন হইলে কিয়ৎ দিন নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে ও তৎকালীন স্ত্রীজাতি হইতে দূরবর্ত্তী থাকিবে।

হিরাকস দুই কুঁচ, দারুচিনি বার কুঁচ, কাবাবচিনি ছয় কুঁচ, সিদ্ধি ছয় কুঁচ একত্রিত মিশ্রিত করিয়া বারটা পুরিয়া বাঁধিবে। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একটা করিয়া পুরিয়া খাইবে। ত্রিফলা চূর্ণ, এবং পিপুল চূর্ণ সমভাগে একত্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় খাইবে।

চক্ষু রোগ।

চক্ষু রক্তবর্ণ হওয়া এবং উহা হইতে জল নিঃসরণ হওয়া, পিচুটিপড়া ও রাত্রিতে দুই পাতায় জোড়া লাগিয়া যাওয়া ইত্যাদি হইলে চক্ষু উঠা কহে। ইহা হইলে ফটকিরি এক কুঁচ, গোলাপ জল আদ ছটাক মিশ্রিত করিয়া কলমে করিয়া প্রত্যহ দুই তিন বার চক্ষুতে দিবে, কিন্তু উক্ত অবস্থার সহিত যদি শিরঃপীড়া থাকে, প্রদীপের বা সূর্য্যের আলোর প্রতি দৃষ্টি করিতে রোগীর কষ্ট হয়, ও শরীরে অতিশয় যাতনা হয়, তাহা হইলে শয়নকালে অল্পমাত্রায় অফিং খাইবে; ধুতুরা পাতা বাটিয়া চক্ষুর চতুস্পার্শ্বে প্রলেপ দিবে, এবং চক্ষু মুদ্রিত রাখিবে। তুলার পুটুলি করিয়া চক্ষের উপর বাঁধিয়া রাখিবে। অনন্তমূল জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার আদছটাক তিন কুঁচ নিসাদলের সহিত দিবসে তিন বার করিয়া খাইতে দিবে।

কর্ণ হইতে পুঁজ নির্গত হওন।

ঈষৎ উষ্ণ দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত করিয়া, কিম্বা ত্রিফলার জল কিম্বা নিমছাল সিদ্ধ করিয়া কর্ণে পিচকারি দিয়া

ধৌত করিবে। পরে নারিকেল তৈলের সহিত আফিং মিশাইয়া তুলায় করিয়া কর্ণে রাখিবে।

কর্ণে জল প্রবেশ করিলে।

একটা সরু নল করিয়া (পেঁপে পাতার ডাল কিম্বা রেড়ির পাতার ডাল) তাহার এক দিক কর্ণে দিয়া আর এক দিকে প্রদীপের আলো ধরিবে। অল্পক্ষণেই জল নির্গত হইয়া যাইবে।

দন্তশূল।

গরম জল ও আফিং মিলিত করিয়া কুল্লি করিবে এবং দন্তের যে স্থানে পোকা ধরিবার ন্যায় গর্ত্ত হইয়া থাকে সেই স্থানে এক রতি আফিং রাখিয়া দিবে। কিম্বা লবঙ্গ সূক্ষ্ম পেষিত করিয়া একটু তুলায় ভিজাইয়া তথায় রাখিবে। থুতু নিক্ষেপ করিয়া ফেলিবে। অতিরিক্ত যন্ত্রণা দায়ক হইলে দন্তটী উৎপাটন করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

আমবাত।

দশকুঁচ সোহাগা এক ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া

গাত্রে লেপন করিবে এবং চিরেতার জলের সহিত ২কুঁচ নিসাদল তিনবার করিয়া খাওয়াইবে।

পাঁচড়া।

নিমপাতা-সিদ্ধ উষ্ণ জলের সহিত সাবান বা সাজি-মাটী দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিবে; পরে চালমুগরার তৈল অবলেপন করিবে। কিম্বা নারিকেল তৈলে গেঁড়ি আপাঙ্গের মূল ও কিঞ্চিৎ মেটে সিন্দুর ভাজিয়া তুলায় করিয়া স্থানিক প্রয়োগ করিবে। ইহাতে নিশ্চয় আ-রোগ্য হইবে। পাঁচ কুঁচ পরিমাণ গন্ধক প্রত্যহ দুগ্ধের সহিত খাইতে দিবে। চালমুগরার তৈল ইহার পক্ষে অতিশয় উপকারী। শিয়ালকাঁটার বীজের তৈল কিম্বা আপাঙ্গের শিকড় নারিকেল তৈলে ভাজিয়া পাঁচড়ায় দিলেও ভাল হয়।

চুলকণা।

৫ কুঁচ পরিমাণে গন্ধক প্রত্যহ দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। নারিকেল তৈলের সহিত কিম্বা শ্বেতচন্দন ঘসার সহিত কর্পূর মিশাইয়া শরীরে মর্দ্দন করিবে।

কিম্বা নিম্নলিখিত মলম প্রস্তুত করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিবে।

ঘৃত এক ছটাক মুর্দ্দাশঙ্খ, আদতোলা,
ভৃঙ্গরাজের পাতার রস, সওয়া তোলা,
ফট্‌কিরি, বার আনা, তুঁতিয়া, দুইআনা,

এই সকল একত্র করিয়া অগ্নিতে পাক করিবে। ঘৃত প্রস্তুত হওনের পর ইহাতে আদতোলা পরিমাণে চন্দনের আতর মিশাইয়া ব্যবহার করিবে। ইহা ব্যবহারে কেবল চুলকণা নহে ঘামাচি পাঁচড়া ইত্যাদি অনেক সময়ে নিশ্চয় অরোগ্য হয়।

গরল।

ছোট গোয়ালের লতা মূলার মত চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া নারিকেল তৈলে ভাজিয়া পরে ঐ তৈল স্থানিক প্রয়োগ করিবে। যদ্যপি পুরাতন হইয়া কিছুতেই আরোগ্য না হয়, এক ধান পরিমাণ কালধুতুরার মূল ৫ কুঁচ হরিদ্রার সহিত বাটিয়া খাওয়াইবে। মাধবীলতা ফুলগাছের শিকড় বাটিয়া একটু থুতু দিয়া স্থানিক প্রয়োগ করিলেও ভাল হয়।

আঁচিল।

আঁচিল হইলে সরু রেসম তাহার গোড়ায় বাঁধিয়া রাখিবে; কিছু দিন পরে কাটিয়া পড়িয়া যাইবে। কিম্বা কলিচূনের সহিত শুষ্ক হরিদ্রা পোড়া চূর্ণ মিলাইয়া আঁচিলের উপর দুই দিন লাগাইলেই ভাল হইবে।

ঘামাচি।*

অতিরিক্ত ঘামাচি হইলে ৩ কুঁচ তুঁতে আদছটাক জলে মিশাইয়া গাত্রে লেপন করিবে। কিম্বা সোহাগা ৫ কুঁচ ঐরূপ ব্যবহার করিবে।

ছুলি।

পাতিলেবুর রসে হরিতাল ঘসিয়া ঐ স্থানে লাগাইবে। ইহাতে আরোগ্য না হইলে নারাঙ্গিলেবুর ছাল এবং চাঁপাফুল সমভাগে বাটিয়া জাতিফুল বা চামেলি ফুলের তৈলে মিশ্রিত করিয়া স্থানিক প্রয়োগ করিবে।

দাদ।

১ম। গর্জ্জনতৈল ও গন্ধক সমভাগ লইয়া মর্দ্দন

---

* চুলকনা দেখ।

করিবে, তৎপরে উহাতে অর্দ্ধমাত্রায় নিমপাতার রস (কিম্বা দাদমারি বা সোন্দাল পাতার রস হইলে ভাল হয়) মিশ্রিত করিয়া স্থানিক প্রয়োগ করিবে। প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে স্থানটি উত্তমরূপে সাজিমাটির জল দিয়া ধৌত করিবে।

২য়। আপাঙ্গের শিকড়, কাল বেগুনের শিকড় এবং আকন্দের শিকড় প্রত্যেক এক তোলা ছোট২ করিয়া আদপোয়া তৈলে (নারিকেল, পোস্ত বা গর্জ্জন, গর্জ্জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ভাজিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে উহাতে এক তোলা সোহাগার খৈ চূর্ণ করিয়া মিলিত করিবে। ইহা স্বল্পদিন লাগাইলেই নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। কিন্তু যদ্যপি না হয় তাহা হইলে উহার সহিত অর্দ্ধ তোলা মেটে সিন্দুর যোগ করিবে।

৩য়। মালা পোড়ার ঘাম, পানমরিচের পাতার রস ইত্যাদিতে আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত জ্বালা করে ও বেদনা হয়।

টাক।

নারিকেল তৈলে বিছুটীর মূল ও জবা ফুলের কুঁড়ি ভাজিয়া ঐ তৈল চুলের গোড়ায় লাগাইবে।

সরিষার তৈল ৵৷৹ সের   মালতী পত্র ১ তোলা
করবী পত্র ১ তোলা   গাব করঞ্জার ফল ১ তোলা
চিতামূল ১ তোলা   জল ১ সের
গোমূত্র ৵৷৹ সের

এই কয় দ্রব্য পাক করিয়া একপোয়া থাকিতে পাক সিদ্ধ করিবে। ইহা স্থানিক প্রয়োগ করিবে।

পোড়া।

চুনের জল ও নারিকেল তৈল সমভাগে একটা বোতলে নাড়িয়া পরে তুলায় করিয়া দগ্ধ স্থানে লাগাইবে। বেগুনপাতা ও গোলআলু একত্রে উত্তম রূপে বাটিয়া স্থানিক প্রলেপ দিবে। এই সকল দ্রব্য কিম্বা পাথর-কুঁচির পাতা বাটিয়া দিলেও শীঘ্রজ্বালা নিবারণ করে। দগ্ধ স্থানে ময়দা কিম্বা চাউলের গুড়ি সরু কাপড়ে ছাঁকিয়া ভাল রূপে ছড়াইয়া দিবে। পরে নারিকেল তৈলে বেগুন পাতা ভাজিয়া সেই তৈল তুলায় করিয়া লাগাইবে। বলকারক দ্রব্য (যেমন দুগ্ধ, হাঁসের ডিম, পোর্ট ইত্যাদি) খাইতে দিবে, যন্ত্রণা অধিক হইলে অল্প-মাত্রায় আফিং খাইতে দিবে।

মচকান।

ধুতুরা পাতা ও বেগুনপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে। চুণ ও হরিদ্রা গরম গরম লাগাইবে কিম্বা নিসাদল ও আফিং জলে মিশ্রিত করিয়া কাপড়ে ভিজাইয়া বাঁধিবে।

স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব।

অতিরিক্ত হইলে, প্রসবদ্বারে বরফের ডেলা রাখিয়া দিবে। রোগীকে স্থির হইয়া শয়ন করিতে হইবে। তলপেট একখানা বস্ত্র (আট অঙ্গুলি প্রস্থ ও দশ হাত দীর্ঘ) দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। ফটকিরি জলে দিয়া সেই জলের পিচকারি দিবে।

ফটকিরি দুই কুঁচ, খয়ের পাঁচ কুঁচ,

একত্রে একটা পুরিয়া বাঁধিয়া দিবসে তিন চারিবার করিয়া খাইতে দিবে। কিম্বা ;—

আমের কসি, বাবলার ছাল,
জামের ছাল, ত্রিফলা,

জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল খাইতে দিবে ও পিচকারি দিবে। এইরোগে তিখুর (সাগুদানার ন্যায় পাক) অতি উৎকৃষ্ট পথ্য।

বাধক-বেদনা।

উলট কম্বলের শিকড় পাঁচ কুঁচ ও মরিচ দুই কুঁচ প্রত্যহ তিনবার করিয়া খাইতে দিবে।

মুসব্বর দুই কুঁচ, দারুচিনি দুই কুঁচ,
হিরাকস এক কুঁচ, জায়ফল অর্দ্ধ কুঁচ,

এই কয় দ্রব্য দিবসে তিনবার করিয়া খাইতে দিবে।

প্রসবান্তে সূতিকা গৃহের কার্য্য ও নিয়ম।

সূতিকাগার,—এদেশে প্রায় সূতিকাগার অতি অপকৃষ্ট স্থানে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এটী অত্যন্ত দোষের কথা। সূতিকা ঘরটী শুষ্ক খট্‌খটে হাওয়া উচিত। ঘরটীতে যেন ভালরূপ হাওয়া খেলে। সূতিকাগার যত উচ্চস্থানে হয়, ততই ভাল। বাটীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘরটী এই নিমিত্ত রাখিয়া দিবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অতি আবশ্যক। সচরাচর ঘরে অগ্নি রাখিবার কোন আবশ্যকতা নাই এবং ধুম অতি অপকারক। অপরিষ্কার সূতিকাগৃহের দোষে অনেক শিশু ও প্রসূতি মারা গিয়া থাকে। এই নিমিত্ত ঘরটী ও বস্ত্রাদি এবং প্রসূতিকে অতি পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

প্রসূতির পেটে একখানা কাপড় (লম্বে ৮ হাত প্রস্থে ৮ অঙ্গুলি) জড়াইয়া বাঁধিবে। প্রসবান্তে প্রসূতি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়ে; এনিমিত্ত তাহাকে যথেষ্ট রূপ বিশ্রাম দেওয়া উচিত। নিদ্রাকর্ষণ হইলে জাগান উচিত নহে। যাহাতে শরীরের বা মনের কোন উদ্বিগ্নতা না হয় এমত করিবে। প্রসবান্তে উঠিয়া দাঁড়ান কিম্বা বেড়ান যে কতদূর অপকারক, তাহা এদেশে অনেকেই অবগত নহেন। ইহাতে জরায়ু শীঘ্র সঙ্কুচিত হয় না। অনেক দিন অবধি লোলিত থাকিয়া প্রসূতির নানাবিধ অসুখের কারণ হয়। পেট বাঁধিয়া রাখা এবং সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ঝাল, তাপ বা কোন প্রকার ঔষধ অনাবশ্যক এবং অনেক সময়ে অপকারকও হইয়া থাকে। দুই তিন দিবস কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে একটা বিরেচক দেওয়া উচিত। যথা;—

সোণামুখী	এক কাঁচ্চা,
ধনে	এক কাঁচ্চা,
মিচরী	এক ছটাক,
জল	তিন ছটাক,

এই কয়েকটী দ্রব্য এক ছটাক পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া প্রাতে খাওয়াইবে। একটা বড় হরিতকী বাটিয়া খাওয়াইলে কিম্বা অর্দ্ধ ছটাক রেড়ির তৈল উষ্ণ দুগ্ধের সহিত খাওয়াইলেও ফল দর্শিবে।

প্রস্রাব বন্ধ হইলে তলপেটে ফ্লেনেল দিয়া টারপিনের সহিত গরম জলের সেক দিবে এবং এক ঘণ্টা অন্তর—

মুথার রস	১০ বিন্দু,
সোরা	৩ কুঁচ,
জল	আদ ছটাক,

যে পর্য্যন্ত প্রস্রাব না হয় সেবন করিতে দিবে।

কাহার কাহার বা প্রসবান্তে কম্প হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা শীঘ্র ভাল হইয়া যায়। প্রসূতিকে উত্তমরূপ পরিস্কার ও গরম কাপড়ে আবৃত রাখা উচিত। শৈত্য লাগিলে বিশেষ অপকার হইবার সম্ভাবনা।

প্রায় তৃতীয় দিবসাবধি অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত স্তনে দুগ্ধ দেখিতে পাওয়া না যায়, স্বাভাবিক অবস্থা হইতে রোগীর দেহ কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর ইহাতে কোন আশঙ্কা নাই। এই অবস্থায় স্তনদ্বয় উষ্ণ ও বেদনাযুক্ত হইয়া কষ্টদায়ক হয়। স্তনে দুগ্ধ হইলেই শিশুকে উহা পান করাইলে বা গালিয়া ফেলিয়া দিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়। মসুর ডাউল বাটিয়া স্থানিক প্রয়োগ করিলে স্তনদুগ্ধ শুষ্ক হইয়া যায়।

প্রসবান্তে রক্তাদি যে সমস্ত নির্গত হয়, তাহা যদি দুর্গন্ধ হয়, তাহা হইলে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত, কারণ

এই দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত অতি কঠিনরূপ জ্বর অনিয়া রোগীর প্রাণনাশ করিতে পারে। এরূপ হইলে প্রসবদ্বারে নিম্নলিখিত ঔষধের পিচকারী দিবে। যথা ;—

নিমের ছাল সিদ্ধ জল ৫ ছটাক,
টারপিনতৈল ১৫ বিন্দু,

একত্রে মিশাইয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার করিয়া পিচকারী দেওয়া কর্ত্তব্য। কিম্বা গরম দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিয়া প্রসবদ্বার উত্তমরূপে ধৌত করিবে। প্রসূতিকে বলকারক লঘু আহার দিবে; যথা দুগ্ধ, পোর্ট, যবের মণ্ড, মাংসের ঝোল, ডিম্ব ইত্যাদি। জামের আরকও দেওয়া যায়।

প্রসূতি যদি দুর্ব্বল থাকে ও তাহার মন্দাগ্নি হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিলে উপকার দর্শিবে। যথা;—

নিমছাল	১ ছটাক,
মরিচ	১তোলা,
গোলঞ্চ	১ ছটাক,
চিরেতা	অর্দ্ধ ছটা,
জল	একসের,
	অর্দ্ধ পোয়া।

ইহা অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে তিনবার করিয়া খাইতে দিবে।

ভেদাল বেদনা।

সন্তান প্রসবান্তে এবং ফুল নির্গত হইলে পর এই বেদনা অনুভূত হয়। ইহা প্রথম পোয়াতিদিগের অল্প হয়। যাহারা বারম্বার প্রসব করিয়াছে, তাহাদিগের কিছু অধিক হয়। কিন্তু ইহা দ্বারা জরায়ু হইতে রক্তের ডেলা বহির্গত হইয়া উপকার দর্শায়। এই নিমিত্ত সচরাচর ইহা নিবারণের চেষ্টা করা উচিত নহে। যদ্যপি পেটে অতিশয় বেদনা হয় ও প্রসবান্তে রক্তাদি উত্তম রূপ নির্গত না হয়; তাহা হইলে গরম জলে আফিং দিয়া বা পোস্তের ঢেঁড়ি সিদ্ধ করিয়া সেক দিবে; এবং টারপিন তৈল, কর্পূর ও আফিং দিয়া মালিস করিবে। গমের ভুসির পুলটিস তলপেটে লাগাইবে। প্রসবান্তে অতিশয় রক্তস্রাব হইলে অবিলম্বে সুচিকিৎসক আ
আবশ্যক। প্রসূতিকে সর্ব্বদা উষ্ণ রাখি ও হয়, তাহা যদি
সুজি ইত্যাদি প্রথম তিন দিনে সতর্ক হওয়া উচিত, কারণ
লঘু আহার। শী

সিদ্ধি দুই আনা পরিমাণ,
মাজুফল বা আমের কসি, চারি আনা ঐ,
গোল মরিচ এক আনা ঐ,

একত্র বাটিয়া চারি ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। কিম্বা আফিং অতি অল্পমাত্রায় দিবে। ইহাতে রোগীর যে-রূপ যন্ত্রনা থাকুক আরোগ্য হইবে। প্রসবদ্বারে বরফ রাখিয়া দিবে। রোগীর কোমরে একটা বালিস দিয়া শয়ন করাইয়া রাখিবে।

শিশুদিগের নাড়ী কাটিবার নিয়ম।

ভূমিষ্ঠ হইবার কিয়ৎক্ষণ পরে শিশুর নাড়ী পেট হইতে চারি বা ছয় অঙ্গুলি রাখিয়া একটা রেসম বা সুতা বাঁধিয়া কাটিয়া ফেলিবে। পেটের নিকটবর্ত্তী স্থানে নাড়ী কাটিলে অনেক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। পরে কিঞ্চিৎ নারিকেল তৈল বা নিমের তৈল একটু নেকড়াতে পটি করিয়া শিশুর নাভীতে লাগাইবে। তৎপরে একটা লম্বা কাপড় দিয়া পেটের চতুর্দ্দিকে ...ইয়া বাঁধিলে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইবে। শিশুর নাড়ী ...ত তৈলের সহিত তাপ দেওয়া এদেশে ...মজনক। ইহাতে নাড়ী

শীঘ্র না শুখাইয়া বরং শিশুর অনেক বিপদ্ ঘটিতে পারে। আঁতুড়ে পেঁচো, চুয়ালে পাওয়া আর কিছুই নহে। নাড়ী কাটিবার দোষে উহা পাকিয়া বা ক্ষত হইয়া ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাদি নানা প্রকার সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইয়া শিশুটির প্রাণ বিনষ্ট হয়।

সমাপ্ত।

শিষ্য। কথাটা গোঁজা-মিলান গোছের হইল।

গুরু। কেন?

শিষ্য। শাস্ত্রে আছে,—

বিহায় নাম রূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥
ন মুক্তির্জ্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তোভবতি দেহভৃৎ॥
আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ ভবেৎ॥
বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং নামরূপাদি কল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥
মনসো কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥
মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥
আহার সংযমাক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চেন্নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিম্॥
বায়ুপর্ণকণাতোয় ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষীজলেচরাঃ॥
উত্তমোব্রহ্মসদ্ভাবে ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জপোঽধমো ভাবো বহিঃ পূজাঽধমাধমা॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র; ১৪শ উল্লাস।

যে ব্যক্তি নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের-তত্ত্ব বিদিত হইতে পারেন, তাঁহাকে আর কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না। জপ, হোম ও বহুশত উপবাসেও মুক্তি হয় না। কিন্তু আমিই ব্রহ্ম সেই জ্ঞান হইলে দেহীর মুক্তি লাভ হইয়া থাকে

আত্মা সাক্ষী স্বরূপ,—বিভু পূর্ণ সত্য অদ্বৈত ও পরাৎপর,—যদি এই জ্ঞান স্থিরতর হয়, তাহা হইলে জীবের মুক্তিপ্রাপ্তি ঘটে। রূপ ও নামাদি কল্পনা বালকের ক্রীড়ার ন্যায়; যিনি বাল্য-ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহ মুক্তি লাভে অধিকারী। যদি মনঃকল্পিত মূর্ত্তি মনুষ্যের মোক্ষসাধনী হয়, তাহা হইলে স্বপ্নলব্ধ-রাজ্যেও লোকে রাজা হইতে পারিত। মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু ও কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বর জ্ঞানে যাহারা আরাধনা করে, তাহারা বৃথা কষ্ট পাইয়া থাকে; কারণ জ্ঞানোদয় না ঘটিলে মোক্ষ হয় না। লোকে আহার সংযমে ক্লিষ্টদেহ বা আহার গ্রহণে পূর্ণোদর হউন, ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে কখনই নিষ্কৃতি হইতে পারে না। বায়ু, পর্ণ, কণা বা জলমাত্র পান করিয়া ব্রতধারণে যদি মোক্ষ লাভ হয় তবে সর্প, পশু পক্ষী, ও জলচর জন্তু সকলেরই মুক্তি হইতে পারিত। ব্রহ্ম সত্য, এই জ্ঞানই উত্তম কল্প, ধ্যান ভাব মধ্যম, স্তব ও জপ অধম, বাহ্য পূজা অধম হইতেও অধম।

শাস্ত্র-বাক্য স্মরণ করিলে, আমরা বুঝিতে পারি, কেবল যে, বিধর্ম্মিগণই আমাদিগকে পৌত্তলিক ও জড়োপাসক বলিয়া উপহাস করেন, তাহা নহে। আমাদের শাস্ত্রও এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছেন। বোধ হয়, পৌরাণিক কালের গল্পের রাজত্বের সময় বৈদিক দেবশক্তিগুলি কাল্পনিকের কল্পনাবলে হস্ত পদ বিশিষ্ট ও জড়ে পরিণত হইয়া আমাদের পূজা ও আরাধনা লইতে আরম্ভ করিয়াছেন! বলা বাহুল্য,—পৌত্তলিকতা যে, মোক্ষের কারণ নহে, তাহা খাঁটি সত্য। আপনার কি মত?

গুরু। আমার মতে তোমার মতে, আর দুই একজন ব্যক্তির মতে কি ধর্ম্মমত গঠিত হইবে?